CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-238 ■ 30 May, 2026 ■ আগরতলা ৩০ মে, ২০২৬ ইং ■ ১৫ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

তৃণমূলস্তর পর্যন্ত বিজেপিকে শক্তিশালী করাই লক্ষ্য ঃ অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে ।। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়েই আজ বিজেপির প্রদেশ সভাপতি দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন মাতাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা এবং বিদায়ী প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যের হাত ধরে আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে প্রদেশ সভাপতির সাংগঠনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। নবনিযুক্ত প্রদেশ সভাপতি অভিষেক দেবরায় সাংগঠনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির ভাবধারা এবং মূল আদর্শকে পৌঁছে দেওয়াই তার মূল লক্ষ্য। আগামী দিনে দলকে শক্তিশালী করতে এবং সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত দলের উদ্দেশ্য ও আদর্শকে পৌঁছে দিতে কাজ করবেন বলে জানান তিনি। এছাড়াও যুব নেতা হিসেবে সমবয়সী দলীয় কর্মীদের আগলে প্রবীণ কর্মীদের সম্মান জানিয়ে সবাইকে নিয়ে জনগণের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন প্রদেশ সভাপতির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

দলবিরোধী মন্তব্য ও সামাজিক মাধ্যমে দায়িত্বজ্ঞানহীন পোস্ট করলে কঠোর ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে ।। দলবিরোধী মন্তব্য ও সামাজিক মাধ্যমে দায়িত্বজ্ঞানহীন পোস্ট নিয়ে এবার কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার রাজধানীর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে নবনির্বাচিত বিজেপি রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায়কে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, দলের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য বা পোস্ট করলে পদমর্যাদা নির্বিশেষে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি দলের কিছু নেতার গোপন বৈঠক এবং সংগঠনের অভ্যন্তরে অসন্তোষের জল্পনার আবহে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে দলের এক প্রবীণ মন্ত্রীর উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীকে সরানোর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত সুরক্ষা দেখতে ৫ জুন রাজ্যে আসতে পারেন অমিত শাহ

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৯ মে ।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ রোধ ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনাকে আরও শক্তিশালী করতে আগামী ৫ জুন ত্রিপুরা সফরে আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এর পরদিন, ৬ জুন শিলংয়ে অনুষ্ঠিতব্য নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল (এনইসি)-এর বৈঠকেও যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফরের মূল লক্ষ্য হবে ত্রিপুরার সংবেদনশীল আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নজরদারি ব্যবস্থার পর্যালোচনা করা। দীর্ঘদিন ধরেই ত্রিপুরার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তকে অনুপ্রবেশের দিক থেকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বলে মনে করা হয়।

সূত্রের খবর, সফরকালে অমিত শাহ সীমান্তবর্তী একাধিক অনুপ্রবেশ-প্রবণ এলাকা পরিদর্শন করতে পারেন। তাঁর সঙ্গে থাকবেন বিএসএফের মহাপরিচালক প্রবীণ কুমার, বিএসএফের শীর্ষ আধিকারিকরা এবং সদ্য নিযুক্ত ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি প্রিন্সি রানি।

এই উচ্চপর্যায়ের সফরকে কেন্দ্রের বৃহত্তর সীমান্ত সুরক্ষা কৌশলের অংশ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করা এবং বিভিন্ন ফাঁকফোকর বন্ধ করাই কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য বলে জানা গেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গেও পৃথক বৈঠক করতে পারেন। সীমান্ত নজরদারি আরও শক্তিশালী করা এবং আন্তঃসীমান্ত অনুপ্রবেশ রোধে সমন্বিত পদক্ষেপ নিয়ে সেখানে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে, সীমান্তের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে বিএসএফ অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ত্রিপুরায় এখনও প্রায় ২৬ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ বাকি রয়েছে, যার বেশিরভাগই দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। কেন্দ্র ইতিমধ্যেই বাকি বেড়া নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৫৬ কিলোমিটার। পূর্বাঞ্চলের এই দীর্ঘ সীমান্ত বরাবরই দেশের অন্যতম অরক্ষিত সীমান্ত অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

রাজ্যে অনুপ্রবেশ রুখতে অমিত শাহের হস্তক্ষেপ চাইলেন মথার বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে ।। রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে আটক ও দ্রুত বহিষ্কারের দাবিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নিকট চিঠি দিলেন জানালেন তিপরা মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। শুক্রবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি দাবি করেন, অনুপ্রবেশ দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

চিঠিতে রঞ্জিত দেববর্মা উল্লেখ করেন, দীর্ঘদিন ধরেই দুর্বল প্রশাসন, অসাধু রাজনৈতিক নেতা এবং কিছু সরকারি আধিকারিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীদের আনাগোনা অব্যাহত রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, ত্রিপুরার আন্তর্জাতিক সীমান্তকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করে বহু অনুপ্রবেশকারী দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে, যার ফলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

তিনি দাবি করেন, অনুপ্রবেশকারীদের একাংশ জীবিকার তাগিদে কাজ করলেও, অন্য অংশ সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের সঙ্গেও জড়িত রয়েছে। পাশাপাশি এই অবৈধ অনুপ্রবেশের কারণে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির জনসংখ্যার ভারসাম্য বদলে যাচ্ছে এবং ভূমি, অর্থনীতি, বেকারত্ব ও আন্তঃসীমান্ত অপরাধের মতো একাধিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বিধায়কের দাবি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোনও সরকারই এতদিন এই সংবেদনশীল বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি। এর আগে তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে সীমান্তবর্তী রাজ্যে ইনার লাইন পারমিট (আইএলপি) চালুর দাবিও জানিয়েছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় অনুপ্রবেশ আরও বেড়েছে বলে তাঁর অভিযোগ।

অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে কেন্দ্রের গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত সময়োপযোগী।

এছাড়াও আগামী ৫ জুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সম্ভাব্য ত্রিপুরা সফরের সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট সময় চেয়েছেন রঞ্জিত দেববর্মা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর ত্রিপুরায় একাধিক বিদ্যালয়ে চরম শিক্ষক সংকট ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ মে ।। উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত দামছড়া এবং অভ্যন্তরীণ টিটিএএডিসি এলাকার একাধিক সরকারি ও ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে তীব্র শিক্ষক সংকটের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দা, অভিভাবক ও শিক্ষাবিদদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় শিক্ষাব্যবস্থা মারাত্মক সংকটের মুখে পড়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে পাঠদান চালানো হচ্ছে। আবার কয়েকটি নবউন্নীত উচ্চ ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাত্র দুই থেকে পাঁচজন শিক্ষক দিয়ে একাধিক শ্রেণির ক্লাস পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে নিয়মিত ও মানসম্মত পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের বক্তব্য, শিক্ষক স্বল্পতার কারণে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বহু অভিভাবক সরকারি বিদ্যালয়ের উপর আস্থা হারিয়ে সন্তানদের বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে বাধ্য হচ্ছেন।

অভিভাবক ও শিক্ষাবিদদের একাংশের অভিযোগ, "ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ২০২০"-এর শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে প্রশাসন শিক্ষক সংকটকে স্বাভাবিক দেখানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু বাস্তবে প্রতিটি শ্রেণির পৃথক সিলেবাস ও শিক্ষাগত চাহিদা থাকায় একজন শিক্ষকের পক্ষে একাধিক শ্রেণিকে কার্যকরভাবে পাঠদান করা সম্ভব নয়।

খেদাছড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইয়াপ্রি একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুল, হামসাপাড়া ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুল এবং খাকোম ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুল-সহ একাধিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটের অভিযোগ সামনে এসেছে। স্থানীয়দের দাবি, কোথাও কোথাও মাত্র দুই বা তিনজন শিক্ষক দিয়ে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান চালানো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আট দফা দাবিতে জেলা শাসকের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৯ মে ।। বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক দাবিকে সামনে রেখে শুক্রবার সিপাহীজলা জেলা শাসকের উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন প্রদান করল বিশালগড় জেলা কংগ্রেস। জেলাশাসক কার্যালয়ে ডেপুটি কালেক্টরের হাতে আট দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি তুলে দেন দলের নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

ডেপুটেশন কর্মসূচিতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হয়। দলের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ১২ বছরের শাসনকালে দেশ উন্নয়নের বদলে বহু ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে।

কংগ্রেসের দাবি, বর্তমানে দেশ অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবনতির মতো একাধিক সমস্যার মুখোমুখি।

দলের নেতারা অভিযোগ করেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন।

পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক, শ্রমিক এবং সরকারি কর্মচারীরাও বিভিন্নভাবে বঞ্চনার শিকার বলে দাবি করা হয়।

এদিন কংগ্রেস নেতৃত্ব আরও অভিযোগ তোলে যে, দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও অবনতি ঘটছে এবং সাধারণ মানুষের পরিবর্তে কর্পোরেট সংস্থাগুলিই সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে। ডেপুটেশন কর্মসূচি থেকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জনগণকে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। দলের বক্তব্য, সাধারণ মানুষের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার লড়াই আগামী দিনেও জারি থাকবে।

আইজিএম হাসপাতালে প্রসূতির মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা, চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে ।। রাজধানীর আইজিএম হাসপাতালে এক প্রসূতি মায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শুক্রবার উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

মৃতার পরিবারের অভিযোগ, সঠিক সময়ে সিজার না করানো এবং চিকিৎসায় গাফিলতির কারণেই ওই প্রসূতি মায়ের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতালে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, প্রসূতি মায়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বারবার চিকিৎসকদের কাছে সিজার করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

কিন্তু সিনিয়র চিকিৎসক উপস্থিত না থাকায় দীর্ঘ সময় ধরে সিজার করা হয়নি। অভিযোগ, অবশেষে শুক্রবার ভোরে প্রসূতি বিভাগের বেডেই ওই মহিলার মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মৃতার পরিবারের সদস্যরা কর্তব্যরত চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে সরব হয়ে দাবি করেন, সময়মতো প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করা হলে হয়তো ওই প্রসূতি মায়ের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হতো। তাঁদের অভিযোগ, চিকিৎসকদের গাফিলতির কারণেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে।

উল্লেখ্য, এর আগেও আইজিএম হাসপাতালের বিরুদ্ধে একাধিকবার চিকিৎসায় অবহেলা ও গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। ফের এক প্রসূতি মায়ের মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

চুরি করতে গিয়ে ধরা, বনদপ্তরের তৎপরতায় আটক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে ।। চুরির ছাগল সহ এক অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল চরিলাম বনদপ্তরের কর্মীরা। শুক্রবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমতলী থানার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

জানা গেছে, আমতলী থানার বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই ছাগল চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। একাধিক ঘটনায় অভিযোগ উঠলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চোরের দল পুলিশের নাগালের বাইরে থেকে যায়। এরই মধ্যে শুক্রবার দুপুরে গোলাঘাটি বিধানসভার এডিসি এলাকার একটি বাড়ি থেকে চার যুবক একটি ছাগল চুরি করে টি আর ০১ বি ০৭৭৫ নম্বরের একটি অল্টো মারুতি গাড়িতে করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষকদের স্বার্থে কেন্দ্রের কাছে একগুচ্ছ দাবি পেশ কৃষিমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৯ মে।। কৃষকদের কল্যাণ ও ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ত্রিপুরা সরকার। এনএএসসি কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত 'ন্যাশনাল কনফারেন্স অন এগ্রিকালচার ফর খরিফ ক্যাম্পেইন ২০২৬'-এর দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে এমনটাই বলেন কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের কাছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করেছেন। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত "খরিফ অভিযান ২০২৬" উপলক্ষে জাতীয় কৃষি সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই দাবি উত্থাপন করেন।

মন্ত্রী জানান, ত্রিপুরায় ধানই প্রধান ফসল এবং রাজ্যের মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় ৪৯ শতাংশ ধান চাষের আওতায় রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রায় ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে হাইব্রিড ধান চাষের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে এবং এ জন্য রাজ্য বাজেটে ১০ কোটি টাকার সহায়তা বরাদ্দ করা হয়েছে।

তিনি বলেন,এই বছর হাইব্রিড ধান চাষের পরিধি আরও বাড়াতে চান। তাই খাদ্য সুরক্ষার স্বার্থে পিএম-আরকেভিওয়াই প্রকল্পের আওতায় হাইব্রিড ধান চাষ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেছেন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় এমওভিসিডি - এনইআর প্রকল্প অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের ২৬,৬০০ হেক্টর এলাকায় জৈব চাষ শুরু হয়েছে এবং প্রায় ২৬,৮০০ কৃষক এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ত্রিপুরার ৯৬ শতাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। তাই আমরা চাই এই প্রকল্পটি সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা প্রতিটি রাজ্যে সম্প্রসারিত হোক।"

মন্ত্রী বিভিএফসিএল-কে পর্যাপ্ত ও নিরবচ্ছিন্ন ইউরিয়া সরবরাহ নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান এবং বলেন আমাদের রাজ্যে তেল পাম চাষের বিস্তৃতি অনেক বেড়েছে। এই চাষে প্রচুর রাসায়নিক উপকরণের প্রয়োজন হয়। তাই সার মন্ত্রকের কাছে অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তার আবেদন জানাচ্ছি। অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়োগের দাবিতে কারা দপ্তরের আইজির কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে ।। রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র কারাগার বিভাগের অধীনে ২৪৯টি পুরুষ জেল ওয়ার্ডেন পদে দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত পুনরায় শুরু করার দাবিতে শুক্রবার কারা দপ্তরের আইজির কাছে ডেপুটেশন প্রদান করলেন চাকরি প্রত্যাশী বেকার যুবকরা।

চাকরি প্রত্যাশীদের বক্তব্য, ২০২২ সালের ৩ ডিসেম্বর ২৪৯টি শূন্যপদের জন্য প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি রাজ্যের বহু বেকার যুবকের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। ওই বছরের ৪ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পরে ২৭ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদনকারীরা সফলভাবে শারীরিক ও মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষায় অংশ নেন।

কিন্তু এরপর বিধানসভা নির্বাচনের ঘোষণা হওয়ায় নিয়োগ প্রক্রিয়াটি আচমকাই স্থগিত হয়ে যায়। ফলে লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া প্রার্থীদের মধ্যে চরম হতাশা নেমে আসে।

প্রার্থীদের অভিযোগ, নির্বাচন শেষ হওয়ার পর দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হবে বলে আশা করা হলেও, দীর্ঘ তিন বছর পাঁচ মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। এতে চাকরি প্রত্যাশীরা দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তা ও মানসিক চাপে ভুগছেন।

এদিন ডেপুটেশনের মাধ্যমে বেকার যুবকরা অবিলম্বে স্থগিত নিয়োগ প্রক্রিয়া পুনরায় চালু করে লিখিত পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করার দাবি জানান। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হলে বহু বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের পথ খুলে যাবে।

২১ জুন নীট-ইউজি পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পন্ন রাজ্যে ঃ শিক্ষা সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে ।। আগামী ২১ জুন অনুষ্ঠিত হতে চলা নীট (ইউজি) ২০২৬-এর পুনঃপরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা সরকার সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। পরীক্ষাটি যাতে সুষ্ঠু, নিরাপদ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়, সেজন্য জাতীয় পরীক্ষা সংস্থা (এনটিএ), জেলা প্রশাসন, ত্রিপুরা পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে বিস্তৃত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শুক্রবার উচ্চশিক্ষা দপ্তরের জারি করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সচিব তথা নীট (ইউজি) ২০২৬-এর রাজ্য নোডাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1

30-05-2026, 00:34

জাগরণ আগরতলা, ৩০ মে ২০২৬ ইং
১৫ জৈষ্ঠ্য, শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

জয়ের বিশ্বব্যাপী প্রভাব

২০২৬ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির জয় এবং শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সরকার গঠন ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যেমন এক যুগান্তকারী ঘটনা, তেমনই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও এর একটি সুদূরপ্রসারী ও বহুমুখী প্রভাব রহিয়াছে। ভৌগোলিক অবস্থান এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে পশ্চিমবঙ্গের এই রাজনৈতিক পরিবর্তনকে বিশ্বজুড়িয়া ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কূটনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হইতেছে।পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতার পরিবর্তন ঢাকা এবং দিল্লির মধ্যকার সম্পর্কের সমীকরণকে নতুন রূপ দিতে পারে।বিগত দেড় দশক ধরিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তির কারণে আটকিয়া থাকা তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি এবং অন্যান্য অমীমাংসিত সীমান্ত সমস্যার সমাধানে গতি আসিতে পারে। যেহেতু কেন্দ্রে ও রাজ্যে এখন একই দলের (ডাবল ইঞ্জিন) সরকার, তাই আন্তর্জাতিক চুক্তি বাস্তবায়নে দিল্লির সিদ্ধান্তগ্রহণ আরও সহজ হইবে।ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত সুরক্ষায় কড়াকড়ি আরও বাড়িতে পারে। বিএসএফ-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অনুপ্রবেশ রোধে রাজ্য ও কেন্দ্রের যৌথ নীতি বাংলাদেশের সাথে সীমান্তে বাণিজ্য ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে নতুন নিয়মকানুন তৈরি করিতে পারে।দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গ একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল অবস্থানে রহিয়াছে।শিলিগুড়ি করিডোর বা "চিকেনস নেক" যাহা উত্তর-পূর্ব ভারতকে মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করিয়াছে নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও চীনের তিব্বত সীমান্তের খুব কাছাকাছি। এই কৌশলগত অঞ্চলে কেন্দ্রের শাসক দলের নিয়ন্ত্রণ আসায় ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা এবং চীনের আগ্রাসী নজরদারির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হইবে বলিয়া মনে করিতেছেন আন্তর্জাতিক সামরিক বিশ্লেষকরা।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি"র মূল প্রবেশদ্বার হইলো পশ্চিমবঙ্গ।কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের আধুনিকীকরণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যের পরিধি বাড়াইতে এই জয় বড় ভূমিকা রাখিবে।বিদেশের মাটিতে ভারতের অর্থনৈতিক সক্ষমতা প্রদর্শনে পশ্চিমবঙ্গ এখন একটি অন্যতম বড় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হইতে পারে, যাহা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের নতুন করিয়া আকৃষ্ট করিবে। দীর্ঘদিন ধরিয়া বৈশ্বিক কর্পোরেট মহলে পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটি শিল্প-বিমুখ বা বামপন্থী ঘরানার রাজনীতির রাজ্য হিসেবে পরিচিত ছিল।কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের রাজ্যে আসায় আন্তর্জাতিক স্তরে "ইজ অব ডুয়িং বিজনেস" বা ব্যবসা করিবার সহজলভ্যতার সূচকে ইতিবাচক বার্তা যাইবে।তথ্যপ্রযুক্তি, ভারী শিল্প এবং লজিস্টিকস খাতে বিশ্বজুড়িয়া ছড়াইয়া থাকা বহুজাতিক সংস্থাগুলো এখন বাংলায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন করিয়া চিন্তাভাবনা শুরু করিতে পারে।যুক্তরাজ্য, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসরত বিশাল বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই ফলের মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। একদল মনে করিতেছেন, এই পরিবর্তনের ফলে রাজ্যে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বাড়িবে, যাহার ফলে মেধা পাচার কমিবে। অন্য দল রাজ্যের নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর ভবিষ্যৎ নিয়া আন্তর্জাতিক মঞ্চে আলোচনা শুরু করিয়াছে।পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচন কেবল একটি রাজ্যের ক্ষমতার বদল নয়; বরং এটি দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতি, ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে।

হাসিনা তাঁহার ক্ষমতাচ্যুতির নেপথ্যে আমেরিকার 'হাত' দেখিয়াছিলেন। ভারত সন্দেহ করিতেছে যে 'পশ্চিম' বাংলাকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করিবার একটি পদক্ষেপ নেওয়া হইতেছে। অনেকে মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গে জিতিবার জন্য বিজেপির মরিয়া চেষ্টা রাজ্যের ভিতরে ও বাইরে এই বিচ্ছিন্ন করিবার প্রচেষ্টা রোধ করিবার জন্যই। ভারতের 'লুক ইস্ট' নীতির উপর আমেরিকার নজর রহিয়াছে এবং চীনেরও।পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতায় আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ রহিয়াছে, এই সন্দেহ কখনওই যে করেননি তাহা বলা যায় না। রাজ্যে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির আশায় কেউ কেউ এটিকে ইতিবাচকভাবে দেখেন। কিন্তু এই ধরনের আশা খুব কমই বাস্তবায়িত হয়। ২০১১ সালের পরেও তাহা হয়নি। এই বছরের পরিবর্তনের পরেও আমরা এখনও কিছু দেখিতে পাইনি। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সমস্যার পাশাপাশি দীর্ঘদিনের তিস্তা জলচুক্তি নিয়া বিবাদের সমাধানের পথও সহজ করিয়া দিবে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রতিরোধের কারণে যাহা অমীমাংসিত ছিল। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই তিস্তা জল সমস্যার সমাধানে চীনের সাহায্য চাহিয়াছে, যাহা ভারতের জন্য উদ্বেগজনক। ভারত-বাংলাদেশের উচিত দ্বিপাক্ষিকভাবে এই সমস্যার সমাধান করা। এই বিষয়ে চীনকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া মানে বাংলাদেশকে আরও দূরে সরাইয়া দেওয়া। ফারাক্কা জলবণ্টন চুক্তিটিও এই বছরের শেষে নবীকরণ হওয়ার কথা। দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতার স্বার্থে আমরা বাংলাদেশকে ভারতবিদ্বেষী করিয়া তোলার ঝুঁকি নিতে পারি না। ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে বছরে ৭০০ কোটি ডলারের বাণিজ্য করে। তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবেশী দেশটির সঙ্গে আরও ৭০০ কোটি ডলারের 'অসংগঠিত বাণিজ্য' হয়। ভারতের উচিত কঠোর সীমান্ত নজরদারি এবং সীমান্ত বেড়া নির্মাণের কাজ শেষ করিবার মাধ্যমে এই বাণিজ্যকে বৈধ বাণিজ্যে রূপান্তরিত করা। অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করিবার চাইতেও, সীমান্ত বেড়া নির্মাণ সম্পন্ন করা এবং কঠোর নজরদারি আমাদের কোষাগারকে উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ করিবে।শিলিগুড়ি করিডর বা 'চিকেন'স নেক' নামে পরিচিত এই ভূখণ্ডটি পশ্চিমবঙ্গে ভারতের জন্য আরও একটি উদ্বেগের কারণ। নেপাল ও বাংলাদেশের মাঝে অবস্থিত ভারতের এই ভূখণ্ডটি কখনও কখনও মাত্র ২২ কিলোমিটার পর্যন্ত সংকীর্ণ। বাংলাদেশে অস্থিরতার সময় বিদ্রোহীরা এই ভূখণ্ড দিয়া ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নেপালে প্রবেশ করিবার হুমকি দিয়াছিল। এমনকি বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূসও উত্তর-পূর্বের সমগ্র 'স্থলবেষ্টিত' রাজ্যগুলির জন্য চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে সমুদ্রপথ খুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাব দিয়াছিলেন— যাহা একটি বিভাজনমূলক পদক্ষেপের স্পষ্ট ইঙ্গিত।

রাজ্যে অবৈধ অভিবাসন, সীমান্ত জুড়িয়া অবৈধ গবাদি পশু ব্যবসা এবং অসম্পূর্ণ সীমান্ত বেড়ার মতো স্থানীয় নির্বাচনী বিষয়গুলি এই আন্তর্জাতিক হুমকিগুলিকে আরও উস্কে দিতে শুরু করিয়াছে। ভারত মহাসাগর-দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে রহিয়াছে ভারত। মার্কো রুবিওর ভারত সফরের মধ্যে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত কোয়াড বৈঠকও ছিল, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের প্রতিনিধিরা এই অঞ্চলে বৃহত্তর সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু এই চারটি দেশের মনেই চীনের সম্প্রসারণবাদের আশঙ্কা রহিয়াছে।চীনের 'স্ট্রিং অফ পার্লস' হইল ভারতকে ঘিরিয়া ফেলিবার একটি কৌশল, যাহা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রয়োগ করা হয়। ভারত 'ডায়মন্ড নেকলেস' নামে একটি পাল্টা কৌশল তৈরি করিয়াছে। প্রাচ্যের এই সামরিক কৌশলগুলিতে কলকাতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবার কথা। তাই দিল্লি এবার রাজ্য নির্বাচনের মাধ্যমে কলকাতাকে জয় করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। বেশ কয়েকবারের ব্যর্থতার পর অবশেষে তাহারা সফল হইয়াছে।

শ্রমজীবী মেয়েদের নিরাশ্রয় বিপন্নতা

এমনিতেই, মেয়েরা মেয়েদের দাবির কথাই বলেন, এবং তা না কি বলেই চলেন! নারীবাদী আলোচনা দেখলে সে পাড়ার দোকান হোক বা পারিবারিক জমায়েত, এমনকী, উচ্চশিক্ষার প্রাঙ্গণে গবেষণার জায়গাতেও আজকাল দেখি, লোকজন আড়ালে নাক সিটকায়। ভাবখানা এই— আর কত স্বাধীনতা দরকার! আইন-সমাজ সবই এখন মেয়েদের দিকে ঝুঁকে— এমন ভাব গড়পড়তা অনেকেরই। সেইসব অনেক মিথই স্বাতী ভেঙেছেন তাঁর 'সমাজ' শ্রেণিভুক্ত অনেক লেখাতে। হাসনুহেনা

বছর ২০ আগে, আমাদের ভাড়াবাড়িতে এক মহিলা আসতেন। সাবান, শায়া, ব্লাউজ, নাইটি বিক্রি করতে। কাঁচুমাচু মুখ। তাঁর মুখের জ্যামিতিতে স্থায়ীভাবে ধরা থাকত আগামী যে কোনও ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। নিজের অস্তিত্ব নিয়ে সর্বদা সংকুচিত ভাব তাঁর শরীরী ভাষায়। অনেকটা পথ হেঁটে হেঁটে আসতেন, হেঁটে হেঁটে যেতেন। আরও যেসব মেয়ে ডিম বিক্রি করতে আসতেন বা জামাকাপড়ের বদলে স্টিলের জিনিস দিতেন, তাঁরা কাজের সঙ্গে সঙ্গে অনেক গল্পও করতেন। তাঁদের অনেককেই পাড়ার সবাই নামে চিনতেন। তবে খুব ভয় পেতাম যাঁরা রাস্তার বা পাড়ার জঞ্জাল, নোংরা কুড়োতে আসতেন, তাদেঁর দেখা পেলে। তাঁদের আসল উদ্দেশ্য যে বাচ্চাদের ঝোলায় পুরে নিয়ে যাওয়া, তা শুনে হাড় হিম হয়ে আসত। তারপর বয়স গড়িয়েছে। জীবনও শাখাপ্রশাখা মেলেছে। আমার দেখার পরিধির সঙ্গে সঙ্গে খেটে খাওয়া মেয়েদের জীবনও প্রসারিত হয়েছে আরও নতুন নতুন ক্ষেত্রে।

কলেজবেলায় ট্রেনের লোকাল কামরায় রোজকার যাতায়াতের পথে যেসব খেটে-খাওয়া চোয়াল শক্ত ক্ষুরধার শাণিত মুখ দেখেছি, মনে মনে তাঁদের লড়াইয়ের কাছে প্রণত হয়েছি। ট্রেনে উঠেছেন ধাক্কাধাক্কি করে, মুড়ি খেয়েছেন ট্রেনের মেঝেতে বসে, একে-অন্যের জন্য বসার জায়গা রেখেছেন, ঝগড়া করেছেন চিৎকার করে। বিনা যুদ্ধে ছাড়েননি সূচ্যগ্র মেদিনী। ট্রেন থেকে নেমে ছড়িয়ে পড়েছেন বিভিন্ন কাজের জায়গায়। এরা বেশিরভাগই কাজ করেন অসংগঠিত ইনফর্মাল সেক্টরে। ফিরতি পথের ট্রেনের গেটের মুখে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছেন সারাদিনের রোদে পোড়া ঘাম, চুল আর নিজেদের টুকিটাকি ঘরে-বাইরের সুখ-দুঃখের গল্প। সেইসব দেখে-শুনে ভাবতাম একরকম করে বোধহয় জানি খেটে-খাওয়া মেয়েদের অভিজ্ঞান। সেই মধ্যবিত্তের সবজান্তা ফানুসে সূচ ফুটিয়েছেন স্বাতী ভট্টাচার্য। এ বছর বইমেলায় রাবণ প্রকাশনী থেকে স্বাতী ভট্টাচার্যের 'তিলোত্তমা টোটো স্ট্যান্ড/ খেটে খাওয়া মেয়েদের কথা' বইটি প্রকাশ পেয়েছে। প্রচ্ছদের রং অনেকক্ষণ ধরে জমাট-বাঁধা রক্তের মতো কালচে বাদামি। বইয়ের জ্যাকেটে বিভিন্ন পেশার মেয়ের ছবি, হঠাৎ করে দেখলে সহজপাঠের ছবির আদল মনে পড়তে পারে। শহুরে মধ্যবিত্ত জীবন থেকে বহু দূরের এবং কাছের যেসব খেটে- খাওয়া মেয়ের জীবন-অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনবৃত্ত থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করে, স্বাতী সেই সমস্ত মেয়ের শ্রমজীবনের শোচনীয়তার কথা তথ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। এই বইয়ের তথ্যে, গবেষণায় ও বিশ্লেষণে মিশে আছে স্বাতীর বহু দিনের খুব কাছ থেকে খেটে খাওয়া মেয়েদের যন্ত্রণার জীবনকে দেখা ও বোঝার অভিজ্ঞতা। তার সঙ্গে সঙ্গত দিয়েছে তাঁর সংবেদী মন, দূরদৃষ্টি আর গভীর ইতিহাসচেতনা। প্রায় কবর খোঁড়ার মতো করেই খুঁড়ে এনেছেন একেবারে নিচুস্তরের শ্রমজীবী মেয়েদের নিরাশ্রয় বিপন্নতার কথা। সঙ্গে সঙ্গে ধরতাই রেখেছেন শ্রমজীবী মেয়েদের দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাসকে এবং সার্বিক নারী আন্দোলনের ও আইনের বিভিন্ন পর্যায়ক্রমকে।

এই বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ আবর্তিত হয়েছে একটি চেয়ারকে ঘিরে। না, এই চেয়ার ক্ষমতার নয়, পদের নয়, সম্মানের নয়। নিদেনপক্ষে, কোনও শহুরে এলিট নান্দনিকতা বা সাহিত্যিক মেটাফরও এই চেয়ারের ভাগ্যে জোটেনি। এই চেয়ার শুধু বসতে চাওয়ার। ১০-১২ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শপিং মলের কর্মী, বাড়িতে ডেলিভারি সংস্থার প্যাকিং কর্মী, চটকল কর্মীদের পায়ের শিরা ফুলে-জড়িয়ে 'ভেরিকোজ ভেইন' উপসর্গ দেখা দেয়। এই চেয়ার তাদের বসার দাবির। হ্যাঁ, এতই তুশ্চু এই চেয়ার-কাহিনি। কাজের জায়গায় এদের বসার অধিকার নেই। প্রথম কবে এই অধিকার অন্তত আইনে-কাগজে পেলেন তাঁরা? ২০১৮ সালে। যে বছর ইসরো ৩১-টা স্যাটেলাইট লঞ্চ করছে, বিশ্বের সর্বোচ্চ স্ট্যাচু 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি' মাথা ফুঁড়ে বেরচ্ছে, সেই বছর একইসঙ্গে প্রথম কেরল, কর্মীদের বসার অধিকার দিচ্ছে 'শপসঅ্যান্ড এসটাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট' সংশোধন করে। এই আইনও সহজে আসেনি। এসেছে দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্যে নিয়ে। মেয়েদের সামনে নতুন শ্রমবিধির সমস্যা, খামতিও আসছে অনেক পরের ধাপে। স্বাতী জানাচ্ছেন, নতুন শ্রমবিধির সংজ্ঞাতেই ছিটকে পড়ছেন অনেক শ্রমিক না-শ্রমিক হয়ে। বেশিরভাগ শ্রমজীবী মেয়েরা খাতায়-কলমে শ্রমিকই নন। পুরুষ মজুরদের নাম লেখা শুধু খাতায়। ঘরে-বাইরে মেয়েদের শ্রম প্রয়োজনীয়, কিন্তু পিতৃতন্ত্রের অদ্ভুত ক্ষমতাবলে তা অদৃশ্য। যেখানে আইন আছে তা মানতেও অনীহা সিস্টেমের। স্বাতী তাই বলবেন—

"মেয়েদের পারিশ্রমিকহীন শ্রমের উপরেই সংসার থেকে রাষ্ট্র গোটা দেশটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই মেয়েরা 'আইন মানো' বললে সরকারের কানে বাজে 'দড়ি ধরে মারো টান'।"

ধাপায় কাজ করা নোংরা-কুড়ানি, মাছ বিক্রেতা, চা বাগানের মেয়েদের অস্বাস্থ্যকর ঝুঁকিপূর্ণ পরিকাঠামোয় বৈষম্যপূর্ণ বেতনে যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, তা তুলে ধরেছেন লেখক। তার ওপর না আছে কাজের নিরাপত্তা, না আছে সম্মান। ঘরে আবার বেশিরভাগই মাতাল স্বামীর গৃহহিংসার শিকার। পড়তে পড়তে মনে হয়— মেয়েমানুষের জীবন কী সস্তা! কী তুচ্ছ! কী অকিঞ্চিৎকর!

চা বাগানের মহিলা শ্রমিকরা জানায়, নিয়ম-নীতি নির্ধারক আলোচনায় মেয়েদের প্রতিনিধিত্বকে পাত্তা দেওয়া হয় না, কথা বলায় বাধা দেওয়া হয়। পিতৃতন্ত্রের যে শিকড় মিটিং-মিছিলে নারীকে 'সংখ্যা' হিসেবে ভালোবাসে, কিন্তু তার মতামতকে ঘৃণা করে, তার সিদ্ধান্তকে 'থ্রেট' হিসেবে দেখে, তা যে এই চা বাগানের মেয়েদের কপালেই সীমাবদ্ধ নয়, তা জানেন অফিস-আদালত পুলিশ-কাছারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অবধি সর্বস্তরের মেয়েরা। ক্ষমতার সমস্ত স্তরে মেয়েদের অভিযোগের মূল মেরুদণ্ড প্রোথিত থাকে সেই একই পিতৃতন্ত্রের জোয়ালে। 'চেয়ার ও একটি মেয়ে' প্রবন্ধেও আমরা তাই মধ্যবিত্ত উচ্চপদস্থ নারীদের প্রতি যে বৈষম্যের কথা পাব, তার প্রকাশ আলাদা হলেও ভেতরের সারবস্তু একই। ডিজিটাল প্রযুক্তিও যে সমাজের প্রান্তিক উপেক্ষিত মানুষদের সঙ্গে সুবিধেভোগী মানুষদের আরামের, বিলাসের, সুযোগের ফারাক কমাতে পারেনি— সেই সমীক্ষার কথাও তুলে ধরেছেন স্বাতী এই বইয়ে।

আশাকর্মীদের, স্কুলে মিড ডে মিলে রান্নার কাজ করা মেয়েদের দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের বেগার খাটানোর মানসিকতার কথা তাঁদের বয়ানেই জানান লেখক। মেয়েরা যেখানেই যাক না কেন, ছায়ার মতো তাদের অনুসরণ করে ঘর-গৃহস্থালির একটি স্পেস। মেয়েদের অস্তিত্বের আর একটি এক্সটেনশনই যেন তা। যা বহু বহু বছর ধরে হুকুম তালিম করতে অভ্যস্ত। তাই যিনি রান্নার কাজে নিযুক্ত, তাঁকে স্কুলের স্যররা ঘর ঝাঁট দিতে বলতে পারেন অনায়াসে। আমরা, মেয়েরা জানি, এই নিয়ম তাড়া করে ফেরে যে কোনও অফিস-কাছারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণেও। মিটিংয়ের চা, পিকনিকের প্রাতরাশ হাতে-হাতে হাসি সমেত এখনও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মহিলা সহকর্মীরাই এগিয়ে দেন। মেয়েদের আবেগ এবং শ্রম— সবসময়ই ফ্রি ফ্রি ফ্রি। স্বাতী বারবার জোর দিয়েছেন— সন্তান দেখাশোনার জন্য আইনসিদ্ধ ক্রেশের দাবিকে। মাতৃত্ব যে প্রায় সব মেয়েদের জীবনের স্বাধীনতা, কেরিয়ার ও উন্নতিতে প্রধান বাধা— সেকথাও উচ্চারিত হয়েছে আয়াসহীনভাবে, বিশ্লেষিত হয়েছে নানা তথ্যের সমাহারে। গ্রাম-শহরের সমস্ত রাস্তাঘাট মায় গোটা পৃথিবীকেই যেখানে পুরুষেরা বিনা দ্বিধায় তাঁদের মূত্রাগার করে ফেলেন, সেখানে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের উপযুক্ত শৌচাগারের অভাবে কিডনির অসুখ খুব সাধারণ বিষয়। স্বাতী তাঁর প্রবন্ধগুলিকে তিনটে শ্রেণিতে রেখেছেন। এক, শ্রম; দুই, সমাজ; আর তিন হল সাহিত্য। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধায় আর এস্থার ডুফলোর একটি চমৎকার সাক্ষাৎকারও এই বইয়ে জায়গা করে নিয়েছে। মেয়েদের শ্রম, মাতৃত্ব এবং তাঁদের নিজেদের দাম্পত্যে শ্রমের বিভাজনের মতো অনেক কথাই খোলাখুলি উঠে এসেছে এই সাক্ষাৎকারে।

এমনিতেই, মেয়েরা মেয়েদের দাবির কথাই বলেন, এবং তা না কি বলেই চলেন! নারীবাদী আলোচনা দেখলে সে পাড়ার দোকান হোক বা পারিবারিক জমায়েত, এমনকী, উচ্চশিক্ষার প্রাঙ্গণে গবেষণার জায়গাতেও আজকাল দেখি, লোকজন আড়ালে নাক সিটকায়। ভাবখানা এই— আর কত স্বাধীনতা দরকার! আইন-সমাজ সবই এখন মেয়েদের দিকে ঝুঁকে— এমন ভাব গড়পড়তা অনেকেরই। সেইসব অনেক মিথই স্বাতী ভেঙেছেন তাঁর 'সমাজ' শ্রেণিভুক্ত অনেক লেখাতে। মেয়েদের মতামতকে গুরুত্বহীন করে তোলা, তাদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা বিষয়ে অনীহা, তাদের শরীর এবং যৌনতার অধিকার মেনে নিতে আপত্তি— পরিবার থেকে রাষ্ট্র সকলের। চর্যাপদের ভুসুকুপাদের পদ 'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী'— আজও তাড়া করে বেড়ায় দেশ-কাল-ধর্ম-শ্রেণির সব বিভেদ ঘুচিয়ে সমস্ত মেয়েকে। নারী শরীর আজও নারীর মেধা-বুদ্ধি-হৃদয় সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়। ডিজিটাল যুগ আরও অভিনব করেছে যৌন হয়রানির নানা কৌশলকে। সমাজের সর্বস্তরের মেয়েদের বিভিন্ন সময়ে কাজ ছেড়ে দেওয়ার একটি বড় কারণ— কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি। ট্রেড ইউনিয়নে পুরুষ শ্রমিকের দাবি যেখানে বেতন বৃদ্ধি, পেনশন, পিএফ বা চাকরির সুরক্ষা, শ্রমজীবী নারীদের দাবি এখনও ততদূর নাগালই পায় না। 'নারী দিবসের উপহার' প্রবন্ধে স্বাতী জানাচ্ছেন— 'মেয়েদের দাবি— ব্যবহারযোগ্য শৌচাগার, ক্রেশ, মাতৃত্বের ছুটি, যৌন হয়রানি থেকে মুক্তি, এগুলো কোনও দিন তেমন পাত্তা পায়নি। অথচ, মেয়েদের কাছে এগুলো খুচরো বিষয়, বাড়তি বিষয় নয়, একেবারে মৌলিক বিষয়।'

'সাহিত্য' শ্রেণিভুক্ত প্রবন্ধগুলিতে বেশ কিছু ক্লাসিক ও পপুলার সাহিত্য নিয়ে স্বাতী আলোচনা করেছেন, জেন্ডারকে মূল অক্ষ করে। উঠে এসেছে ঠাকুরবাড়ির বিদ্রোহিনী মেয়ে সরলা দেবীর কথা এবং প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মিলমিশ না হওয়ার কথাও।

তাঁর প্রবন্ধগুলি বেশিরভাগই সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল বলেই হয়তো শাণিত, সপাট ও বেপরোয়া। কিন্তু স্থির প্রজ্ঞা আর জীবন-অভিজ্ঞতার মহতী সঞ্চয় তাঁর লেখাগুলিকে গভীরভাবে প্রোথিত রেখেছে মাটির সঙ্গে। উচ্চকিত বিদ্রোহ নেই বটে, কিন্তু এ লেখায় নিরপেক্ষতার ভানও নেই কোথাও। শ্রম সমাজ ও সাহিত্যের লেখাগুলি একত্রে সমাজের সম্মিলিত মানসে, অবচেতনে, সাহিত্যে এবং রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে নিহিত পিতৃতন্ত্রের মূল স্বরকে চিনিয়ে দেবে। একই সঙ্গে স্বাতী ভট্টাচার্যের গবেষক সত্তা, অধ্যবসায় আর গভীর নিষ্ঠাও পাঠক উপলব্ধি করবেন। সরস্বতী, রহিমা খাতুনেরা জোর করে আদায় করেছেন টোটো চালানোর সুযোগ, 'পুরুষের ক্ষেত্রে' পা বাড়ানোর সমস্ত মূল্যও চুকিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। যেমন যুগে যুগে পূর্ব নারীরা চুকিয়েছেন। আর একটি একটি করে 'পুরুষের ক্ষেত্র'কে নিজেদের সীমানাভুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন। পথ অনেকটা। কিন্তু সব প্রজন্মকেই নিজের লড়াইটা দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে যেতে হয়। তাতে কিছু লড়াই পরের প্রজন্মে সহজ হলেও, আরও কিছু নতুন লড়াই ঠিক এসে যোগ দেয়। এই বই শুধু মেয়েদের অসহায়তা আর বৈষম্যের ছবিই তুলে ধরে না, তাঁদের দাঁতে দাঁত চেপে লড়াইকেও জানায় কুর্নিশ।

কেমব্রিজের ইতিহাস বদলানো এক সকাল

সাজিদুর রহমান

গত সংখ্যার পর— ভোলকিন ও অ্যাস্ট্রাচান লক্ষ করলেন, সংক্রমণের ঠিক পরপরই কোষে একধরনের নতুন আরএনএ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু ১৯৬০ সালের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে ব্রেনার ও ক্রিক যখন জ্যাকবের ফ্যাক্টর এক্স নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁদের মাথায় বজ্রপাতের মতো এক চিন্তা খেলল। একটি অণু, যা ডিএনএর নির্দেশ অনুযায়ী তৈরি হয়, যা স্থায়ী নয়, যা দ্রুত জন্মায় এবং কাজ শেষে অদৃশ্য হয়ে যায়এই সব বৈশিষ্ট্যই তো হুবহু জ্যাকবের সেই কল্পিত ফ্যাক্টর এক্সের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে! এই মুহূর্তটি ছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসের এক অনন্য বাঁক। এখানে কোনো নতুন ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করা হয়নি, ব্যবহৃত হয়নি কোনো আধুনিক যন্ত্র। বরং বিচ্ছিন্ন দুটি তথ্যকে একত্রে গেঁথে একটি বিশাল তত্ত্বের জন্ম দেওয়া হলো। তাঁরা বুঝতে পারলেন, রাইবোজোম আসলে একটি সাধারণ অনুবাদক যন্ত্র মাত্র। আর সেই যন্ত্রে যে নির্দেশপত্রটি আসে, সেটিই হলো এই অস্থায়ী আরএনএ।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যাচ্ছে ব্যাকটেরিওফেজ T2-এর গঠন এখন আর প্রশ্ন এটি নয় যে ফ্যাক্টর এক্স বলে কিছু আছে কি না। বরং এখনকার চ্যালেঞ্জ হলো প্রমাণ করা যে, এই অস্থায়ী আরএনএই সেই অধরা ফ্যাক্টর এক্স। প্রশ্ন জাগল, ভাইরাস কি সংক্রমণের সময় পুরোনো রাইবোজোমগুলোকেই ব্যবহার করে, নাকি নিজের জন্য নতুন কারখানা বানায়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই শুরু হলো সেই মহাকাব্যিক পরীক্ষা, যা ১৯৬১ সালে জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে 'অ্যান আনস্টেবল ইন্টারমিডিয়েট' নামে চিরস্থায়ী জায়গা করে নেয়। একটি অণু, যা ডিএনএর নির্দেশ অনুযায়ী তৈরি হয়, যা স্থায়ী নয়, যা দ্রুত জন্মায় এবং কাজ শেষে অদৃশ্য হয়ে যায়এই সব বৈশিষ্ট্যই তো হুবহু জ্যাকবের সেই কল্পিত ফ্যাক্টর এক্সের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে!

প্রমাণের কষ্টিপাথরে ফ্যাক্টর এক্স ধারণা যতই শক্তিশালী হোক, বিজ্ঞান কেবল অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না। জ্যাকবের সেই ফ্যাক্টর এক্স বা ভোলকিন-অ্যাস্ট্রাচানের সেই অস্থায়ী আরএনএ নিয়ে যত আলোচনাই হোক, ল্যাবরেটরির কষ্টিপাথরে তাকে প্রমাণ করতেই হবে। ব্রেনার, জ্যাকব এবং ক্রিক এবার কোমর বেঁধে নামলেন। তাঁদের লক্ষ্য একটাইএই অস্থায়ী আরএনএই জিনের সেই অধরা বার্তাবাহক, তা প্রমাণ করা। এটি কি কেবল ভাইরাস সংক্রমণের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, নাকি প্রাণের তথ্যের আসল বাহক?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তাঁরা এমন এক পরীক্ষার ছক আঁকলেন, যা একদিকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অন্যদিকে দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত। এখানে ত্রাণকর্তা হিসেবে এগিয়ে এলেন ম্যাথিউ মেসেলসন। কয়েক বছর আগেই তিনি ভারী নাইট্রোজেন ব্যবহার করে ডিএনএ প্রতিলিপির রহস্য ভেদ করেছিলেন। তিনি ভাবলেন, সেই একই টেকনিক এবারও কাজে লাগানো যাক।

প্রথম ধাপ: রাইবোজোমকে ভারী করা শুরুতে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে বড় করা হলো এক বিশেষ মাধ্যমে, যেখানে নাইট্রোজেন ও কার্বন ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে ভারী আইসোটোপ আকারে। কয়েক প্রজন্ম পর দেখা গেল, ব্যাকটেরিয়ার শরীরের প্রায় সব অণু, বিশেষ করে তাদের প্রোটিন তৈরির কারখানা বা রাইবোজোমগুলো ওজনে বেশ ভারী হয়ে গেছে। অর্থাৎ এদের ঘনত্ব এখন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। দ্বিতীয় ধাপ: পরিবেশ বদল ও সংক্রমণ এরপর হঠাৎ এই ভারী কোষগুলোকে সরিয়ে আনা হলো এক স্বাভাবিক মাধ্যমে, যেখানে সব আইসোটোপ হালকা। ঠিক এই মুহূর্তেই কোষগুলোকে আক্রমণ করানো হলো সেই বিধ্বংসী ফেজ ভাইরাস দিয়ে। ভাইরাস কোষের ভেতরে ঢুকে তার নিজস্ব জিনের নির্দেশে কাজ শুরু করে দিল।

কয়েক প্রজন্ম পর দেখা গেল, ব্যাকটেরিয়ার শরীরের প্রায় সব অণু, বিশেষ করে তাদের প্রোটিন তৈরির কারখানা বা রাইবোজোমগুলো ওজনে বেশ ভারী হয়ে গেছে।

তৃতীয় ধাপ: তেজস্ক্রিয় সংকেত ও সেন্ট্রিফিউজেশন

নতুন যে আরএনএ তৈরি হবে, তাকে চিনে নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হলো তেজস্ক্রিয় ফসফরাস। ফলে সংক্রমণের পর কোষের ভেতরে যা-ই তৈরি হবে, তা থেকে তেজস্ক্রিয় সংকেত পাওয়া যাবে। এবার এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। কোষগুলোকে ভেঙে তাদের উপাদানগুলোকে সিজিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ঘোরানো হলো। এই পদ্ধতিতে ভারী ও হালকা অণুগুলো ওজনের ভারে আলাদা আলাদা স্তরে থিতু হয়। এখন প্রশ্ন হলো, সেই তেজস্ক্রিয় আরএনএ সিগন্যাল কোথায় পাওয়া যাবে? ফলাফলের হিসাব ছিল খুব সোজা। যদি রেডিওঅ্যাকটিভ আরএনএর সংকেত সেই পুরোনো ভারী রাইবোজোমের স্তরে পাওয়া যায়, তবে বুঝতে হবে রাইবোজোম একটা সাধারণ যন্ত্র; সে পুরোনো ফ্যাক্টরিতেই নতুন জিনের নির্দেশ পড়ছে। আর যদি সংকেত হালকা অংশে পাওয়া যায়, তবে বোঝা যাবে নতুন জিনের জন্য কোষ নতুন করে রাইবোজোম কারখানা তৈরি করছে।

১৯৬০ সালের কেমব্রিজের সেই ঐতিহাসিক সময়, যখন ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানীরা জিন থেকে প্রোটিনে তথ্য কীভাবে পৌঁছে যায়, সেই রহস্য উদ্ঘাটনের পরীক্ষা চালাচ্ছেন এই পরীক্ষাটি ছিল এক অকাট্য যুক্তি। এখানে কোনো মাঝপথ ছিল না। হয় রাইবোজোম স্থায়ী, নয়তো বার্তাবাহক অস্থায়ী। কাগজে-কলমে এই পরিকল্পনা সহজ মনে হলেও ল্যাবরেটরিতে তাঁদের বারবার ব্যর্থ হতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন তাঁরা সফল হলেন, তখন দেখা গেল সেই তেজস্ক্রিয় আরএনএর সংকেত পাওয়া যাচ্ছে পুরোনো ভারী রাইবোজোমগুলোর সঙ্গেই! অর্থাৎ প্রমাণিত হলো, রাইবোজোম বদলায় না, বদলায় শুধু বার্তা। জিন থেকে তথ্য বহন করার জন্য সত্যিই একটি ক্ষণস্থায়ী মধ্যবর্তী অণু আছে। সেই অণুই বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে মেসেঞ্জার আরএনএ নামে। যদি রেডিওঅ্যাকটিভ আরএনএর সংকেত সেই পুরোনো ভারী রাইবোজোমের স্তরে পাওয়া যায়, তবে বুঝতে হবে রাইবোজোম একটা সাধারণ যন্ত্র; সে পুরোনো ফ্যাক্টরিতেই নতুন জিনের নির্দেশ পড়ছে।

ব্যর্থতার প্রান্তে: একটি ছোট ভুল ও একসমুদ্র সমান সাফল্য

কাগজে- কলমে ছকটা ছিল নিখুঁত, পরিকল্পনা ছিল একদম পরিষ্কার। কিন্তু ল্যাবরেটরির চার দেয়ালের ভেতরে কাজ শুরু হতেই বোঝা গেল, বাস্তব বড় কঠিন! সিডনি ব্রেনার, ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব ও ম্যাথিউ মেসেলসন যতবারই পরীক্ষা চালাচ্ছেন, ততবারই কাঙ্ক্ষিত ফল হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল সেই সেন্টিফিউজেশন পদ্ধতি। ঘনত্ব-গ্রেডিয়েন্টে রাইবোজোমগুলো আলাদা হয়ে স্পষ্ট ব্যান্ড তৈরি করার কথা ছিল, যাতে বোঝা যায় রেডিওঅ্যাকটিভ আরএনএগুলো ঠিক কোথায় আছে। কিন্তু দেখা গেল, রাইবোজোমগুলো ঠিকমতো বসছেই না। কখনো তারা ভেঙে যাচ্ছে, কখনো আবার ধোঁয়াটে হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

একবার নয়, বারবার একই ধাক্কা। নতুন করে নমুনা তৈরি করা হচ্ছে, আবার মেশিন চালানো হচ্ছে, আবার মাপ নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ফল সেই শূন্য! ব্রেনার আর জ্যাকব ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে এসেছিলেন খুব অল্প সময়ের জন্য। সেই সময়ের মধ্যেই এই অসাধ্য সাধন করতে হবে। দিন পার হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সাফল্যের দেখা নেই। বিজ্ঞানীদের মনে তখন হতাশা ও ক্লান্তি বাসা বাঁধতে শুরু করেছে।

ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব পরে তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন, একসময় তাঁরা প্রায় ধরেই নিয়েছিলেন যে এই পরীক্ষা সফল হবে না। বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনেক বড় বড় আবিষ্কার ঠিক এমন মুহূর্তেই থমকে গেছে। আবার অনেক যুগান্তকারী জয় জন্ম নিয়েছে ঠিক এই খাদের কিনারা থেকেই। ব্রেনার ও জ্যাকব তখন সেই সীমারেখায় দাঁড়িয়েসামনে হয় বিশ্বজয়ী সাফল্য, নয়তো একরাশ ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে যাওয়া। তাঁরা তখনো জানতেন না, সমাধানের চাবিকাঠিটা তাঁদের হাতের নাগালেই আছে। ব্রেনার আর জ্যাকব ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে এসেছিলেন খুব অল্প সময়ের জন্য। সেই সময়ের মধ্যেই এই অসাধ্য সাধন করতে হবে। দিন পার হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সাফল্যের দেখা নেই।

মালিবু সমুদ্রতট ও সেই ইউরেকা মুহূর্ত কয়েক সপ্তাহের হাড়ভাঙা খাটুনি ও ব্যর্থতার পর একদিন তাঁরা একটু বিরতি নিলেন। মাথা ঠান্ডা করার জন্য সবাই মিলে গেলেন মালিবুর সমুদ্রতটে। সমুদ্রের নীল জলের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা অবস্থায় হঠাৎ সিডনি ব্রেনারের মস্তিষ্কে বিদ্যুতের মতো একটি চিন্তা খেলল। এত দিন তাঁরা সবকিছু নিয়ে ভাবলেও একটি ছোট রাসায়নিক উপাদানের কথা একদম ভুলে গিয়েছিলেনম্যাগনেসিয়াম!

ব্রেনার জানতেন, রাইবোজোম তার গঠন ঠিক রাখতে ম্যাগনেসিয়াম আয়নের ওপর গভীরভাবে নির্ভর করে। যদি ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ কম হয়, তবে রাইবোজোমের সেই সূক্ষ্ম কাঠামো তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। তাঁরা ল্যাবে যে দ্রবণটি ব্যবহার করছিলেন, সেখানে কি ম্যাগনেসিয়াম যথেষ্ট ছিল? সম্ভবত না! আর সে কারণেই সেন্টিফিউজ করার সময় প্রচণ্ড চাপে রাইবোজোমগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। ব্রেনার চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'সমস্যাটা আসলে ম্যাগনেসিয়ামে!' **লেখক: শিক্ষার্থী, রসায়ন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র: নেচার, প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস, ভাইরোলজি, কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরি প্রেস এবং জার্নাল অব মলিকুলার বায়োলজি।** *সমাপ্ত*

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য প্রকাশ করল কেভিআইসি

নয়াদিল্লি।। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে খাদি এবং গ্রামীণ শিল্পক্ষেত্র গত ১২ বছরে বিপুল পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই ক্ষেত্রের পণ্য বিক্রির পরিমাণ পৌঁছেছে ১,৮৭,১০৫ কোটি টাকায়- যা একটি নজির। 'আত্মনির্ভর ভারত', 'ভোকাল ফর লোকাল' কিংবা 'লোকাল টু গ্লোবাল' কর্মসূচির দরুন খাদি এখন কেবলমাত্র একটি চিরাচরিত ক্ষেত্র নয়, হয়ে উঠেছে গ্রামীণ কর্মসংস্থান এবং উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। নতুন দিল্লির রাজঘাটে গান্ধী দর্শনে খাদি ও গ্রামীণ শিল্পনিগম (কেভিআইসি)-র দপ্তরে ২০২৫-২৬ সালের আর্থিক খতিয়ান পেশ করে সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রী মনোজ কুমার বলেন, ২০১৩-১৪-র তুলনায় এই ক্ষেত্রে বিক্রির পরিমাণ ৫০১ শতাংশ বেড়েছে। বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর স্বপ্ন পূরণের পাশাপাশি বিশ্বের অর্থনীতির আঙিনায় ভারতের স্থান আরও পোক্ত করতে কেভিআইসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে কেভিআইসি। গ্রামোদ্যোগ বিকাশ যোজনার আওতায় কারু শিল্পীদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিচ্ছে কেভিআইসি। মহিলাদের ক্ষমতায়নেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে এই সংস্থা। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কেভিআইসি-র বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় ৪৭,৩৮২ জন মহিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। কারু শিল্পীদের মজুরির হারেও ২০১৩-১৪-র তুলনায় ২৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। এই খাত থেকে সরকারি ক্রয়ও বেড়ে হয়েছে ৯২.০৮ কোটি টাকা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কারা দপ্তরে বেকার যুবকযুবতীদের ওয়ার্ডেন পদে নিয়োগ সম্পন্ন করার জন্য ডেপুটেশন। ছবি নিজস্ব।

সিদ্ধারামাইয়ার পদত্যাগ ঘিরে রাজনৈতিক তরজা, কংগ্রেস নেতৃত্বকে নিশানা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৯ মে (আইএএনএস) : কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সিদ্ধারামাইয়ার পদত্যাগকে ঘিরে বৃহস্পতিবার নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই ইস্যুতে কংগ্রেস নেতৃত্বকে তীব্র আক্রমণ করেছে বিজেপি।

আইএএনএস-কে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ লাহার সিং সিরোয়া বলেন, "সিদ্ধারামাইয়া খারাপ রাজনীতি করছিলেন। তিনি কর্ণাটকে কংগ্রেসকে শেষ করে দিতে চান।" তিনি আরও বলেন, "তিনি মনে করেন, তিনি না থাকলে কর্ণাটকে কংগ্রেস কিছুই করতে পারবে না। এখন কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তা কংগ্রেসের ওপর নির্ভর করছে। তবে এটা নিশ্চিত, খুব শীঘ্রই সেখানে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে।"

সিদ্ধারামাইয়ার পদত্যাগকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে। নেতৃত্ব পরিবর্তন এবং এর সময় নির্বাচন নিয়ে দুই দলের নেতারা একে অপরকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা ভূপেশ বাঘেল বলেন, "কংগ্রেসের কোনও সদস্যই হাইকমান্ডের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন না। বিজেপির একমাত্র কাজ ঘৃণা ও মিথ্যা ছড়ানো। যে দায়িত্ব দেওয়া হবে, আমরা সেই দায়িত্ব পালন করব। বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে গুজব ছড়াচ্ছে।"

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষও প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, "কংগ্রেসে এমন একটা ঐতিহ্য রয়েছে যেখানে কোনও মুখ্যমন্ত্রীই পূর্ণ মেয়াদ সম্পূর্ণ করতে পারেন না। মন্ত্রীদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। কে পদত্যাগ করলেন, সেটা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তবে মানুষ উন্নয়ন ও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রাখে।"

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কর্ণাটক কংগ্রেসে নেতৃত্ব পরিবর্তনের জল্পনার মধ্যেই সিদ্ধারামাইয়ার পদত্যাগ রাজ্যের রাজনীতিতে বড় তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কংগ্রেসের অন্যতম জনপ্রিয় গণনেতা হিসেবে পরিচিত সিদ্ধারামাইয়া বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুর লোক ভবনে রাজ্যপালের সচিবের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী ডি.কে. শিবকুমার, মন্ত্রিসভার সদস্য এবং দলের শীর্ষ নেতারা। এর মধ্য দিয়ে তাঁর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কার্যকাল আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়।

এই পদক্ষেপের মাধ্যমে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং দলীয় অন্দরের জল্পনারও অবসান ঘটে।

পরে বেঙ্গালুরুতে ডি.কে. শিবকুমার এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি. পরমেশ্বরকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে সিদ্ধারামাইয়া জানান, কংগ্রেস হাইকমান্ডের নির্দেশ মেনেই তিনি পদত্যাগ করেছেন।

তিনি বলেন, "আমি সবসময় হাইকমান্ডের সিদ্ধান্ত মেনে চলেছি এবং এবারও তাদের নির্দেশ অনুসারেই পদত্যাগ করেছি।"

৭৮ বছর বয়সী সিদ্ধারামাইয়া এখন কর্ণাটকের সেই বিরল রাজনৈতিক নেতাদের তালিকায় যুক্ত হলেন, যারা একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন। এই তালিকায় রয়েছেন এস. নিজালিঙ্গাপ্পা, ভীরেন্দ্র পাটিল, ডি. দেবরাজ উরস, রামকৃষ্ণ হেগড়ে, এইচ.ডি. কুমারস্বামী এবং বি.এস. ইয়েদিয়ুরাপ্পা।

আওয়ামী লীগ নেতাদের মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ শেখ হাসিনার, নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি

ঢাকা, ২৯ মে (আইএএনএস) : বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি অভিযোগ করেছেন, বর্তমান বিএনপি সরকার পূর্ববর্তী মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সময় শুরু হওয়া রাজনৈতিক সহিংসতার ধারাবাহিকতাই বজায় রাখছে।

তিনি বলেন, এই পরিস্থিতি দেশে আইনের শাসনের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার অভাবকেই সামনে আনছে।

এই প্রতিক্রিয়া আসে আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা, মুক্তিযোদ্ধা এবং সাবেক সাংসদ মোহাম্মদ দাবিরুল ইসলামের মৃত্যুর পর। ৭৮ বছর বয়সী দাবিরুল ইসলাম বৃহস্পতিবার ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অসুস্থতার কারণে জামিনে মুক্তি পাওয়ার মাত্র তিন মাস পর তাঁর মৃত্যু হলো।

জুলাই ২০২৪-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর গত ৩ অক্টোবর তাঁকে বালিয়াডাঙ্গী থানায় দায়ের হওয়া একটি চাঁদাবাজির মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণে চলতি বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি তিনি জামিন পান।

ঠাকুরগাঁও-২ কেন্দ্রের সাতবারের সাংসদ দাবিরুল ইসলামের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে শেখ হাসিনা বলেন, তিনিও ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের "নির্যাতনের শিকার" হয়েছেন।

আওয়ামী লীগের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে শেখ হাসিনা বলেন, "ভয়াবহ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ফলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার পর ১৯ ফেব্রুয়ারি তিনি জামিন পান। এটি যেন ছোট কারাগার থেকে বড় কারাগারে যাওয়ার মতো ছিল। অথচ একই মামলায় অভিযুক্ত তাঁর ছেলে, সাবেক সাংসদ মজহারুল ইসলাম সুজন এখনও মুক্তি পাননি। একই মামলায় দুই অভিযুক্তের ক্ষেত্রে আদালতের ভিন্ন সিদ্ধান্ত অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়।"

তিনি আরও বলেন, "এটি স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, বরং পরিকল্পিত হত্যা। এভাবেই নাৎসি ইউনূস সরকার আমাদের অসংখ্য নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছে। উদ্বেগের বিষয় হলো, বর্তমান সরকারও একই প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে, যা আইনের শাসনের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতার পরিচয় বহন করে না।"

শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, এর আগেও ঠাকুরগাঁও জেলার আরেক প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক সাংসদ রমেশ চন্দ্র সেনের মৃত্যু হয়েছিল। ঠাকুরগাঁও-১ কেন্দ্রের সাবেক সাংসদ ও মন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেন গত ৭ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর জেলা কারাগারে পুলিশ হেফাজতে অসুস্থ হয়ে পড়ার পর মারা যান বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে।

তিনি বলেন, "একই জেলার দুইজন গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত রাজনীতিকের মৃত্যু শুধুই কাকতালীয়, নাকি এটি পরিকল্পিত হত্যার অংশ, তা তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

আরবিআইয়ের সম্পদ বৃদ্ধি ২০.৬ শতাংশ, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ব্যালান্স শিট পৌঁছাল ৯১.৯৭ লক্ষ কোটি টাকায়

মুম্বই, ২৯ মে (আইএএনএস) : দেশীয় বিনিয়োগ, সোনার মজুত এবং বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির জেরে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-এর ব্যালান্স শিট ২০.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯১.৯৭ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। শুক্রবার প্রকাশিত আরবিআইয়ের বার্ষিক রিপোর্টে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, এক বছরে আরবিআইয়ের মোট সম্পদ ১৫.৭২ লক্ষ কোটি টাকা বেড়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের শেষে যেখানে ব্যালান্স শিটের আকার ছিল ৭৬.২৫ লক্ষ কোটি টাকা, তা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের শেষে বেড়ে হয়েছে ৯১.৯৭ লক্ষ কোটি টাকা।

এর আগের অর্থবর্ষে আরবিআইয়ের ব্যালান্স শিট বৃদ্ধির হার ছিল ৮.২ শতাংশ। নতুন বৃদ্ধির ফলে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ২৬.৪ শতাংশে পৌঁছেছে আরবিআইয়ের ব্যালান্স শিটের আকার।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই বৃদ্ধি মূলত তারল্য ব্যবস্থাপনা, রিজার্ভ পরিচালনা এবং সম্পদের গঠনে পরিবর্তনের ফল।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে দেশীয় বিনিয়োগ ৪৪.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে সোনার মজুত বেড়েছে ৬৩.৮ শতাংশ এবং বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৯ শতাংশ।

৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত আরবিআইয়ের মোট সম্পদের ২৯.১ শতাংশ ছিল দেশীয় সম্পদ, যা আগের বছর ছিল ২৫.৭ শতাংশ।

অন্যদিকে বিদেশি মুদ্রা সম্পদ, সোনার মজুত এবং বিদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেওয়া ঋণ ও অগ্রিম মিলিয়ে মোট সম্পদের ৭০.৯ শতাংশ ছিল। আগের বছরে এই হার ছিল ৭৪.৩ শতাংশ। এর অর্থ, বিদেশি সম্পদের তুলনায় দেশীয় সম্পদের বৃদ্ধি অনেক বেশি হয়েছে।

দায় বা লায়াবিলিটির ক্ষেত্রে পুনর্মূল্যায়ন হিসাব, জারি করা নোট, আমানত এবং অন্যান্য দায় সব ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি হয়েছে বলে জানিয়েছে আরবিআই। রিপোর্ট অনুযায়ী, পুনর্মূল্যায়ন হিসাব ৬৩.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জারি করা নোট বেড়েছে ১১.৮ শতাংশ, আমানত বৃদ্ধি পেয়েছে ১১.৬ শতাংশ এবং অন্যান্য দায় বেড়েছে ২১.১ শতাংশ।

গত কয়েক বছরে আরবিআইয়ের ব্যালান্স শিট ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের শেষে ব্যালান্স শিটের আকার ছিল ৬৩.৪৫ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে তা বেড়ে হয় ৭০.৪৭ লক্ষ কোটি টাকা এবং ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে পৌঁছায় ৭৬.২৫ লক্ষ কোটি টাকায়। সেখান থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তা বেড়ে ৯১.৯৭ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

এছাড়াও ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আরবিআই কনটিনজেন্সি ফান্ডে ১.০৯ লক্ষ কোটি টাকা স্থানান্তর করেছে। আরবিআই জানিয়েছে, তাদের 'ইকোনমিক ক্যাপিটাল ফ্রেমওয়ার্ক'-এর অধীনে এই সংস্থান করা হয়েছে। তবে এই অর্থবর্ষে অ্যাসেট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডে কোনও অর্থ স্থানান্তর করা হয়নি।

আরবিআইয়ের বক্তব্য, "১,০৯,৩৭৯.৬৪ কোটি টাকার সংস্থান করে তা কনটিনজেন্সি ফান্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে।"

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, আরবিআইয়ের ইকোনমিক ক্যাপিটাল ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী কনটিনজেন্ট রিস্ক বাফার ব্যালান্স শিটের ৪.৫ শতাংশ থেকে ৭.৫ শতাংশের মধ্যে রাখা হয়।

এর পাশাপাশি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কেন্দ্র সরকারকে প্রায় ২.৮৭ লক্ষ কোটি টাকার রেকর্ড লভ্যাংশ দেওয়ার ঘোষণা করেছে আরবিআই। চলমান পশ্চিম এশিয়া সংকটের কারণে উদ্ভূত অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এই অর্থ কেন্দ্রের জন্য সহায়ক হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

হলফনামা

আমি শ্রী রেকেশ চন্দ্র পাল (পুরাতন নাম), পিতা চারু চন্দ্র পাল, সাকিন- ৯২ সোনামুড়া, গ্রাম-দক্ষিন পাড়া, দূর্গাপুর নেহাল চন্দ্রনগর, ডাকঘর-দূর্গাপুর, থানা-সোনামুড়া, জিলা- সিপাহীজলা, পিন-৭৯৯১৩১, (সম্পুন ঠিকানা) এতদ্বারা সত্য ও দৃঢ়তার সাথে শপথ পূর্বক ঘোষনা করিতেছি যে, আমি আমার পুরাতন নাম শ্রী রেকেশ চন্দ্র পাল থেকে পরিবর্তন করে শ্রী রাকেশ চন্দ্র পাল নামে পরিচিত হইলাম। অদ্য ২ ইং তারিখে সম্পাদিত নোটারী পাবলিক মিঃ ২৫/০৫/২০২৬ কর্তৃক প্রত্যায়িত যাহার সিরিয়াল নং ২০মে, তারিখ-২৫/০৫/২০২৬ এক হলফনামা মূলে শুদ্ধনামে পিরিচিত হইলাম। আমি শ্রী রেকেশ চন্দ্র পাল ও শ্রী রাকেশ চন্দ্র পাল একই ব্যাক্তি হিসাবে পরিচিত।

সত্যপাঠ
উপরোক্ত বিবরন আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর-
রাকেশ চন্দ্র পাল

P'NIeT No.:41/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated:.19/05/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/item rate e-tender in single bid tendering system from reputed resourceful Manufacturer authorized dealers or authorized service provider of OTIS/THYSSENKRUPP/KONE/JOHNSON Lift Pvt. Ltd/SCHINDLER/MISTUBISHI/Reputed and leading manufacturers complying the Special Terms & Condition attached with the tender documents strictly and have a good infrastructure at Agartala as well as having experience in similar nature of work(in Govt./Govt. Undertaking building)for the following work through e-procurement portal:

DNIT No :	04 /B/DNIET/SE-IV/PWD(R&B)/2026-27
Name of Work :	Providing, Installation and Commissioning of 01(one) No Machine Room Less (MRL) lift of 20(Twenty) Passenger (1360 kg) Capacity Bed Cum Passenger elevator at newly constructed (G+2) Sub-Divisional Hospital Building, Jirania, West Tripura.
Estimated Cost :	Rs. 28,14,662.00
Time of Completion :	365 days
Bid Fee :	Rs. 1000.00
Earnest Money :	Rs. 56293.00
Last date and time of Submission of Bid :	05/06/2026

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-591/26

Executive Engineer
Mechanical Division Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 04/EE/WR-III/UDP/2026-27 Date: 22/05/2026

SL NO	NAME OF WORK	ESTIMATED COST (in Rs)	EARNEST MONEY (in Rs)	BID FEE (in Rs)	TIME FOR COMPLETION (IN MONTHS)	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND UPLOADING BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	CLASS OF BIDDER
1.	DNIeT No. 30/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2026-27	6,95,599.00	13,912.00	1,000	02 (Two) Months	Up to 15.00 Hrs on 01.06.2026	At 15.30 Hrs on 01/06/2026 (if possible)	Appropriate Class

The Bid Forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal: https://tripuratenders.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura

ICA/Cc-605/26

(Er. Rati Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura

ইডি তল্লাশি নিয়ে মুখ খুললেন পিনারাই বিজয়ন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 'বেছে বেছে টার্গেট'-এর অভিযোগ

তিরুবনন্তপুরম, ২৯ মে (আইএএনএস) : তিরুবনন্তপুরমে নিজের ভাড়া বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তল্লাশির দুই দিন পর অবশেষে মুখ খুললেন কেরলের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পিনারাই বিজয়ন। শুক্রবার তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকে নিশানা করতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে "রাজনৈতিক অস্ত্র" হিসেবে ব্যবহার করছে।

কেরল বিধানসভায় রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকরের ভাষণের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজয়ন প্রথমবার সরাসরি ইডি অভিযানের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানান। যদিও তল্লাশি প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতেই তাঁকে কিছুটা অস্বস্তিতে দেখা যায়।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "অ-বিজেপি সরকারগুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে ইডিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।"

তিনি এই অভিযোগকে শুধু কেরলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জাতীয় রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত করেন।

কংগ্রেসকেও একহাত নিয়ে বিজয়ন বলেন, "কংগ্রেস নিজেদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না হলে এসব পদক্ষেপকে সমর্থন করে। তারা চায় এই সংস্থাগুলিকে তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও এম. কে. স্ট্যালিনদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হোক।"

বিজয়ন আরও দাবি করেন, বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বাড়তি ব্যবহার দেশের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী।

তবে তাঁর মেয়ে ভীণা বিজয়নকে ঘিরে বিতর্কিত সিএমআর এল-এক্সালজিক আর্থিক লেনদেন মামলার বিষয়ে তিনি খুব সতর্ক অবস্থান নেন।

ভীণা বিজয়নের একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে বলে যে খবর প্রকাশ্যে এসেছে, তা স্বীকার করে তিনি বলেন, "ভীণার একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হয়েছে।"

তবে ইডি আধিকারিকরা তাঁর বাড়িতে তল্লাশির সময় তাঁকে কোনও প্রশ্ন করেননি বলেও জানান বিজয়ন।

শুক্রবারের এই মন্তব্য ইডি অভিযানের পর বিজয়নের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই অভিযান ঘিরে ইতিমধ্যেই কেরলের রাজনীতিতে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

যদিও তিনি গোটা ঘটনাকে কেন্দ্রীয় সংস্থার "অপব্যবহার"-এর বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, তবে তদন্তে কী অভিযোগ বা প্রমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে সে বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছেন।

তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, ইডির এই তদন্ত এখন শুধুমাত্র আইনি লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা কেরলের রাজনৈতিক সংঘাতের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

পাঞ্জাব পুরভোটে এগিয়ে আম আদমি পার্টি, প্রাথমিক গণনায় বড় লিড

চণ্ডীগড়, ২৯ মে (আইএএনএস) : পাঞ্জাবের নগর স্থানীয় সংস্থাগুলির নির্বাচনে প্রাথমিক গণনার প্রবণতায় শাসক আম আদমি পার্টি (আপ) উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস এবং আঞ্চলিক দল শিরোমণি অকালি দল (এসএডি)-এর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে।

শুক্রবার সকাল ১১টা পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আপ ১৭৮টি ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছে। কংগ্রেসের ঝুলিতে গেছে ৫৮টি এবং শিরোমণি অকালি দলের দখলে ৫৩টি ওয়ার্ড।

২০২৭ সালের গোড়ার দিকে নির্ধারিত পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই পুরভোটকে আম আদমি পার্টির জন্য বড় রাজনৈতিক পরীক্ষার মঞ্চ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

গত ২৬ মে রাজ্যের ১০২টি নগর স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে ভোটগ্রহণ হয়। এর মধ্যে ছিল ৮টি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ৭৫টি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এবং ১৯টি নগর পঞ্চায়েত।

মোট ১,৮৯৭টি ওয়ার্ডে ভোটগ্রহণ হয় এবং ভোটদানের হার ছিল ৬৩.৯৪ শতাংশ। সব মিলিয়ে ৭,৫৫৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

যে আটটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে নির্বাচন হয়েছে সেগুলি হল আবোহর, মোহালি, মোগা, বাথিন্ডা, বরনালা, বাটালা, কাপুরথলা এবং পাঠানকোট।

মোট প্রার্থীদের মধ্যে ১,৮০১ জন আপ, ১,৫৫০ জন কংগ্রেস, ১,৩১৬ জন বিজেপি, ১,২৫১ জন শিরোমণি অকালি দল, ৯৬ জন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র প্রার্থী ছিলেন। এছাড়াও ১,৫২৮ জন নির্দল এবং ১৩ জন অন্যান্য দলের প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

নগর পঞ্চায়েত এলাকায় সর্বোচ্চ ৭৬.১৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে ভোটদানের হার ছিল ৬৫.০৬ শতাংশ এবং মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকায় তা ছিল ৫৯.৯১ শতাংশ।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকায় মোট ১০.৭১ লক্ষ ভোটারের মধ্যে ৬.৪১ লক্ষ ভোট পড়েছে। মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এলাকায় ভোটার সংখ্যা ছিল ২২.৮৭ লক্ষের বেশি, যার মধ্যে প্রায় ১৪.৮৮ লক্ষ ভোট পড়েছে। নগর পঞ্চায়েত এলাকায় ১.৪১ লক্ষ ভোটারের মধ্যে ১.০৭ লক্ষের বেশি ভোট রেকর্ড হয়েছে।

ভোটের দিন বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি, কংগ্রেস, আপ এবং অকালি দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও সামনে আসে। একাধিক এলাকায় বুথ দখলের অভিযোগ ওঠে।

রাইকোটে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী জগদেব সিং জল্লার উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে। অন্যদিকে বরনালায় ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী দীপিন্দর কৌরের স্বামীকে ভুয়ো ভোটদানের প্রতিবাদ করায় মারধরের অভিযোগ ওঠে।

মুক্তসর জেলার গিদ্দেরবাহাতেও ভোটগ্রহণ চলাকালীন ১৮ ও ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে আপ এবং অকালি দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং এবং কংগ্রেস বিধায়ক প্রতাপ সিং বাজওয়া এই ঘটনাগুলির নিন্দা জানিয়ে পঞ্জাবের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আপ সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন।

পকসো মামলায় স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দের অগ্রিম জামিন বাতিলের আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৯ মে (আইএএনএস) : শিশু যৌন নির্যাতনের অভিযোগে দায়ের হওয়া পকসো মামলায় জ্যোতির্পীঠের শঙ্করাচার্য স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী এবং তাঁর শিষ্য মুকুন্দানন্দ গিরিকে দেওয়া অগ্রিম জামিন বাতিল করতে অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট।

বিচারপতি এম. এম. সুন্দরেশ এবং বিচারপতি এন. কোটিস্বর সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চ শুক্রবার আধ্যাত্মিক নেতা আশুতোষ ব্রহ্মচারী মহারাজের দায়ের করা বিশেষ অনুমতি আবেদন (এসএলপি) খারিজ করে দেয়।

আশুতোষ ব্রহ্মচারী এলাহাবাদ হাইকোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, যেখানে স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দ এবং তাঁর সহ-অভিযুক্তকে অগ্রিম জামিন দেওয়া হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্ট এসএলপি গ্রহণ না করায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের দেওয়া অগ্রিম জামিনের নির্দেশ বহাল থাকল।

প্রয়াগরাজের ঝুঁসি থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) এবং শিশুদের যৌন অপরাধ থেকে সুরক্ষা আইন (পকসো)-এর বিভিন্ন ধারায় এই মামলা দায়ের হয়েছিল।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি জিতেন্দ্র কুমার সিনহার একক বেঞ্চ অগ্রিম জামিন মঞ্জুর করার সময় বলেছিল, "মামলার বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং মামলার মূল বিষয়ে কোনও মন্তব্য না করেই বলা যায় যে, অগ্রিম জামিন দেওয়ার উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।"

গত ২৫ মার্চের নির্দেশে হাইকোর্ট জানায়, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হলে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ড এবং দু'জন জামিনদারের ভিত্তিতে মুক্তি দিতে হবে। পাশাপাশি তদন্তে সহযোগিতা করা এবং সাক্ষীদের প্রভাবিত না করার মতো একাধিক শর্তও আরোপ করা হয়।

হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে অভিযোগপত্রে একাধিক অসঙ্গতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল অভিযোগ দায়ের করতে বিলম্ব এবং নির্যাতিতদের বয়ানে ঘটনাস্থল ও ঘটনার সময় নিয়ে অসামঞ্জস্য।

আদালত জানায়, অভিযোগকারীর দাবি অনুযায়ী তিনি ১৮ জানুয়ারি ২০২৬-এ ঘটনাটি সম্পর্কে জানতে পারেন। কিন্তু "পুজো/যজ্ঞে ব্যস্ত থাকার" কারণ দেখিয়ে তিনি ছয় দিন পরে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন।

তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন অভিযুক্ত, নির্যাতিত এবং অভিযোগকারী কাউকেই সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার না দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট।

এই মামলার সূত্রপাত হয় আশুতোষ ব্রহ্মচারী মহারাজের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে। এরপর একটি বিশেষ পকসো আদালত চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দেয়।

এর আগে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদ হাইকোর্ট স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দকে অন্তর্বর্তী গ্রেপ্তারি সুরক্ষা দিয়েছিল এবং তদন্তে সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছিল।

শুনানির সময় অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল যে তাঁদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। তারা অভিযোগ করে, নির্যাতিতদের বয়ানে অসঙ্গতি রয়েছে, অভিযোগ দায়ের করতে দেরি হয়েছে এবং মেডিক্যাল প্রমাণও নেই।

অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে বলা হয়, অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর এবং অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি সাক্ষীদের প্রভাবিত করার আশঙ্কার কথাও জানানো হয়।

কাজের সন্ধান

আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্কে ৭,১৫০ এপ্রেন্টিস নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। এসবিআই বা স্টেট ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিসপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭,১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিই/ বিটেক ... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জানুয়ারিতে, কেন্দ্র আগরতলা। বিস্তারিত খবর হলো ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এপ্রেন্টিস পদে ৭,১৫০ জন নিয়োগ হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৮ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুন। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিআরপিডি/ এপিপিআর/ ২০২৬-২৭/০৭। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় এপ্রেন্টিস পদে নিযুক্তি পেতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৪-২০২৬-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৩ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩১ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এছাড়া, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সংরক্ষিত শূন্যপদ। মোট শূন্যপদ ৭,১৫০টির মধ্যে ৩,০৮৬টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। ১১০৭টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ৫৮৬টি এসটি প্রার্থীর জন্য, ১৬৭২টি পদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ৬৯৯টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ৩০৪টি পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - গ্র্যাজুয়েট। বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিটেক, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবার যাঁরা কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। বিষয়গুলি হল: জেনারেল/ ফিনান্সিয়াল এওয়ারনেস, জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টেটিভ এপ্টি টিউড, রিজনিং এবিলিটি এন্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে;প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রের কোড নম্বরই জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে। পরীক্ষা নেওয়া হবে জানুয়ারি মাসে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের সঙ্গে দেওয়া অ্যাকোয়েন্ট ইওরসেল্ফ বুকলেটের মাধ্যমে। এসব ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার প্রায় ১০ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না। অনলাইনে পরীক্ষার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারে ডাকা হবে। সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী। চূড়ান্ত মেধাতালিকা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর নম্বর মিলিয়ে। মেধাতালিকার প্রথম দিক থেকে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগ করা হবে। এপ্রেন্টিসের সময়কাল ১ বছর। এপ্রেন্টিস চলাকালীন সময়ে ১৫,০০০ টাকা হারে সাম্মানিক স্টাইপেন্ড প্রদান করা হবে। যিনি যে রাজ্যেই পরীক্ষা দেবেন, সেই রাজ্যেই নিয়োগ হবে।

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৫,০০০ এপ্রেন্টিস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বিশেষ করে ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় এপ্রেন্টিসপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫,০০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিই/ বিটেক ... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা জানুয়ারিতে, কেন্দ্র আগরতলা। বিস্তারিত খবর হলো ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এপ্রেন্টিস পদে ৫,০০০ জন নিয়োগ হচ্ছে বিওবি বা ব্যাঙ্ক অফ বরোদায়।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৮ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুন। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্তবুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ডদিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকিকাজ শেষ করতেপারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বারপর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্তহয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ডপদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতেপারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং বিওবি/ এইচআরএম/ এপ্রেন্টিস/ এডিভিটি/ ২০২৬/ ০১। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় এপ্রেন্টিস পদে নিযুক্তি পেতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৫-২০২৬-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৩ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩১ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এছাড়া, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সংরক্ষিতশূন্যপদ। মোটশূন্যপদ ৫,০০০টির মধ্যে ২,১৪৮টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। ৭১৭টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ৪৪১টি এসটি প্রার্থীর জন্য, ১২০৮টিপদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ৪৮৬টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ১৮৯টি পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতেপাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - গ্র্যাজুয়েট। বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিটেক, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবার যাঁরা কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। বিষয়গুলি হল: জেনারেল/ ফিনান্সিয়াল এওয়ারনেস, জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টেটিভ এপ্টি টিউড, রিজনিং এবিলিটি এন্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে;প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরারপ্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রের কোড নম্বরই জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে। পরীক্ষা নেওয়া হবে জানুয়ারি মাসে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের সঙ্গে দেওয়া অ্যাকোয়েন্ট ইওরসেল্ফ বুকলেটের মাধ্যমে। এসব ডাউনলোড করে নিতেহবেপরীক্ষারপ্রায় ১০ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারেরপদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

অনলাইনে পরীক্ষার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারে ডাকা হবে। সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিতনীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী। চূড়ান্ত মেধাতালিকা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর নম্বর মিলিয়ে। মেধাতালিকারপ্রথম দিক থেকে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগ করা হবে। এপ্রেন্টিসের সময়কাল ১ বছর। এপ্রেন্টিস চলাকালীন সময়ে ১৫ থেকে ১৬ হাজার টাকা হারে সাম্মানিক স্টাইপেন্ডপ্রদান করা হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ট্রেড ফিনান্স অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ২৩-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুন,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১,৬৪৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসার (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ২২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে বিই/ বিটেকপাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন,
লিখিত পরীক্ষার নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস, ট্রেনি (ডিআরডিও),**
শূন্যপদ ঃ ১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৬ জুন,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ৬৩৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ জুন,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (কোল ইন্ডিয়া),**
শূন্যপদ ঃ ২৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার, থেরাপিস্ট, সাইকোলজিস্ট (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৮৭৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজিপাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (এস.বি.আই),**
শূন্যপদ ঃ ৭১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুন,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে ৮২টি কেন্দ্রে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুন,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিকিউরিটি স্ক্রীনার (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডিফেন্স সার্ভিস (ইউপিএসসি),**
শূন্যপদ ঃ ৪৫১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৯-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জুন,
লিখিত পরীক্ষার তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর,
কেন্দ্র - আগরতলাসহ সারা দেশে।

* পদের নাম ঃ **এনডিএ, এনএ-টু (ইউপিএসসি),**
শূন্যপদ ঃ ৩৯৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৬ বছর ৬ মাস থেকে ১৯ বছর ৬ মাস,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জুন,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর।

* পদের নাম ঃ **অপারেটর, টেকনেশিয়ান, ফোরম্যান (নালকো)**
শূন্যপদ ঃ ২৬৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএসসি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুন,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটিসহ সারা দেশে ২০টি কেন্দ্রে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

উচ্চমাধ্যমিক পাশদের ৩৯৪ চাকরি আগরতলায় লিখিত পরীক্ষার সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ডিগ্রি কোর্স পড়ানো সহ প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিয়ে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চে চাকরির জন্য উচ্চমাধ্যমিক পাশ এমন ৩৯৪ জন তরুণ-তরুণী নেওয়া হবে। শূন্যপদের সংখ্যা আর্মি বা সেনাবাহিনীতে ২০৮, নৌবাহিনীতে ৪২, বিমানবাহিনীতে ১২০, ন্যাভাল অ্যাকাডেমির এক্সিকিউটিভ ব্র্যাঞ্চে ২৪। প্রার্থিবাছাইয়ের জন্য একটি লিখিত পরীক্ষা (ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি অ্যান্ড ন্যাভাল অ্যাকাডেমি এগজামিনেশন (টু), ২০২৬) নেবেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। পরীক্ষা হবে ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে। ট্রেনিং শুরু ২০২৭-এর ১ জুলাই থেকে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর ১৫৮ তম কোর্সে এবং ন্যাভাল অ্যাকাডেমির ১২০ তম কোর্সে।

উচ্চমাধ্যমিক পাশ এমন অবিবাহিত তরুণ-তরুণীরা সেনাবাহিনীতে ভর্তির জন্য, পদার্থ বিজ্ঞান এবং গণিত নিয়ে পড়াশুনো হলে বিমানবাহিনীতে বা ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে বা ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির ন্যাভাল উইংয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে সাড়ে ১৬ থেকে সাড়ে ১৯-এর মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ০১-০১-২০০৮ থেকে ০১-০১-২০১১-এর মধ্যে। এই ধরনের ট্রেনিংয়ের উপযোগী নির্ধারিত মানের শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সক্ষমতাও থাকা দরকার।

লিখিত পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ টাইপের, দুই বিষয়ে — (১) ম্যাথমেটিক্স, ৩০০ নম্বরের (কোড ০১), (২) জেনারেল এবিলিটি টেস্ট, ৬০০ নম্বরের (কোড০২)। দুটি বিষয়ই আড়াই ঘন্টা করে। ম্যাথমেটিক্স পেপারে থাকবে পাটিগণিত, ভেক্টর বীজগণিত, দ্বিমাত্রিক-ত্রিমাত্রিক বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতি, পরিমিতি, ত্রিকোণমিতি কলনবিদ্যা (তন্ত্রকলন, সমাকলন ও ডিফারেনশিয়াল ইকোয়েশন, রাশিবিদ্যা ও সম্ভাব্যতা। জেনারেল এবিলিটি টেস্টে থাকবে ২০০ নম্বরের ইংরিজি গ্র্যামার-কম্পোজিশন আর ৪০০ নম্বরের জেনারেল নলেজ (প্রশ্ন হবে পদার্থবিদ্যা বিষয়ে ২৫, রসায়ন ১৫, সাধারণ বিজ্ঞান ১০, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সহ ইতিহাস ২০, ভূগোল ২০, চলতি ঘটনাপ্রবাহ ১০ শতাংশ হিসেবে)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র হবে আগরতলা (কোড নং-৪৫)। এছাড়া, পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পরীক্ষা কেন্দ্র হবে কলকাতা (কোড ০৬), ইম্ফল (৪৪), আইজল (৪৭), দিসপুর (০৯), গ্যাংটক (৪২), ইটানগর (৪৮), জোরহাট (৪৬), কোহিমা (৪৩), পাটনা (১৫), পোর্টব্লেয়ার (৩৭), রাঁচি (৪১), সম্বলপুর (৫৩), শিলং (১৬), কটক (০৭)। সাধারণ প্রার্থীরা কমিউনিটি কোড ০৪, তফশিলি জাতির প্রার্থীরা কোড নম্বর ০১, তঃউঃজাঃ প্রার্থীরা ০২, ওবিসিরা কোড নম্বর ০৩ ও সাধারণ প্রার্থীরা ০৪ উল্লেখ করবেন। লিখিত পরীক্ষার সফল হলে অ্যাকাডেমিগুলির প্রাসঙ্গিক শারীরিক ও অন্যান্য পরীক্ষাও হবে।

লিখিত পরীক্ষার সফল প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে। তাতে থাকবে বুদ্ধিমত্তা (লেখা-ছবি দুরকমই) ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন, গ্রুপ প্ল্যানিং, আউটডোর গ্রুপ টাস্ক, প্রদত্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা। ইন্টারভিউ হবে ২০২৬-র ডিসেম্বরের শেষ দিকে অথবা ২০২৭-এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে। ইন্টাভিউয়ে ডাক পেলে সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যিমিকের সার্টিফিকেট ও মার্কশিট-এর আসল নিয়ে যাবেন। এয়ার ফোর্সের ক্ষেত্রে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট ও পাইলট অ্যাপ্টিটিউড টেস্টও আছে। ট্রেনিংয়ের খরচ বহন করবেন কেন্দ্রীয় সরকার (বই, পোশাক, থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা ইত্যাদি ধরে)। তবে ভর্তি হলে প্রথমে হাতখরচ ও প্রাসঙ্গিক খরচ হিসাবে কিছু টাকা জমা দিতে হবে, তা আবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরৎও পাওয়া যাবে এসবের জন্য সরকারি আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর হলে, ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যের ও প্রতিষ্ঠানের কিছু স্কলারশিপও আছে।

নির্বাচিত হলে ৩ বছরের ট্রেনিং, তারমধ্যে প্রায় আড়াই বছর হবে সব শাখার একসঙ্গে। ৩ বছরের কোর্স সম্পূর্ণ হলে বিএ/বিএসি/বিএসসি (কম্পিউটার)/বিটেক ডিগ্রির সমতুল্য ডিগ্রি দেবেন দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়। আইএমএ এবং ওটিএ ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে মাসে ৫৬,১০০ টাকা। এরপর নিয়োগ অনুযায়ী র‍্যাঙ্ক /পদ মাফিক মাইনে দেওয়া হবে। লেফেটন্যান্ট থেকে মেজর পর্যন্ত পদের ক্ষেত্রে মূলমাইনে লেভেল ১০ ও ১১ অনুযায়ী ৫৬,১০০ - ১,৭৭,৫০০ টাকা, লেফটন্যান্ট কর্নেল থেকে মেজর জেনারেল পর্যন্ত পদের মূল মাইনে লেভেল ১২এ থেকে ১৪ অনুযায়ী ১,২১,২০০ - ২,১৮,২০০ টাকা। এছাড়াও, রয়েছে নানান বিশেষ ভাতা ও সামরিক সুযোগ-সুবিধা।

দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৯ জুনের মধ্যে (সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত)। অর্থাৎ শেষ তারিখ ৯ জুন, ২০২৬ ইং। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত করার আগে নিজের একটি স্থায়ী ইমেল আইডি তৈরি রাখবেন, নামের বানান ও অন্যান্য তথ্যের দিক থেকে পূরণ নিখুঁত করার জন্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রও হাতে কাছে নিয়ে বসবেন। দরখাস্তের নির্ধারিত ফি দিতে পারেন চালান ডাউনলোড করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বা স্টেট ব্যাঙ্কের কোনও অ্যাসেশিয়েট ব্যাঙ্কের শাখায় নগদে। অনলাইনেও টাকা দিতে পারেন, অথবা ভিসা/ মাস্টার ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে দেওয়া যায়। বিস্তারিত নির্দেশ সাইটে পাবেন। তফশিলিদের কোনও ফি দিতে হবে না। তবে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ, ফটো, সিগনেচার স্ক্যানিং, ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করার খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত করা হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর যত্ন করে টুকে রাখবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা জমা পড়েছে বলে সমর্থিত হবে তবেই দরখাস্ত পাকাপাকিভাবে গ্রাহ্য হবে। তখন রেজিস্টার্ড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে রাখবেন। যাঁদের দরখাস্তের কনফার্মের দেখা যাবে না তাঁদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে দরখাস্তের শেষ তারিখের ২ সপ্তাহের মধ্যে এবং তাঁদের ইমেলে ব্যাক্তিগত ভাবেও জানিয়ে বলা হবে টাকা জমার প্রমাণ ১০ দিনের মধ্যে দাখিল করতে।

দরখাস্তের সঙ্গে কোনও প্রমাণপত্রাদি দাখিল করতে হবে না সাক্ষাৎকারের সময় ওসব লাগবে। এই পরীক্ষার সিলেবাস ও আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের প্রদত্ত ওয়েবসাইটে। এই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি নং ইউ পি এস সি ৭/০১/ ২০২৬ ই.১.(বি)। এনডিএ - টু, প্রকাশের তারিখ ২১-০৫-২০২৬। দরখাস্ত করতে কোনওরকম সমস্যা হলে কাজের দিনগুলিতে বেলা ১০টা থেকে ৫টার মধ্যে ফোন করতে পারেন এঁদের (ইউপিএসসি'র) নম্বরে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।
* স্টেট ব্যাঙ্কে **ট্রেড ফিনান্স অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২৩-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুন, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,৬৪৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় **অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনিক্যাল অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে বিই/ বিটেকপাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ জুন, লিখিত পরীক্ষার নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* ডিআরডিও-তে **এপ্রেন্টিস, ট্রেনি**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৬ জুন, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ জুন, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কোল ইন্ডিয়ায় **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **অফিসার, থেরাপিস্ট, সাইকোলজিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৭৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এসবিআই বা স্টেট ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে ৮২টি কেন্দ্রে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **সিকিউরিটি স্ক্রীনার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে কম্বাইন্ড **ডিফেন্স সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৯-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জুন, লিখিত পরীক্ষার তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্র - আগরতলাসহ সারা দেশে।

* ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে **এনডিএ, এনএ-টু**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৬ বছর ৬ মাস থেকে ১৯ বছর ৬ মাস, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জুন, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর।

* কর্পোরেট সেক্টর নালকো-তে **অপারেটর, টেকনেশিয়ান, ফোরম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৬৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএসসি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটিসহ সারা দেশে ২০টি কেন্দ্রে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়ার একদিন পর রাহুল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সিদ্ধারামাইয়ার

নয়াদিল্লি/বেঙ্গালুরু, ২৯ মে (আইএএনএস) : কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার একদিন পর শুক্রবার নয়াদিল্লিতে সোনিয়া গান্ধীর ১০ জনপথের বাসভবনে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তত্ত্বাবধায়ক মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া।

সাক্ষাতের সময় রাহুল গান্ধী উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান সিদ্ধারামাইয়াকে। করমর্দনের পর তাঁকে আলিঙ্গন করেন এবং একসঙ্গে ফটোতেও পোজ দেন দুই নেতা।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সিদ্ধারামাইয়ার পদত্যাগের পর কর্ণাটকের রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তনের আবহ তৈরি হয়েছে। যদিও নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে তত্ত্বাবধায়ক মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বে থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কর্ণাটকে দু'বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং প্রায় টানা আট বছর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ায় সিদ্ধারামাইয়া রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানান।

সূত্রের দাবি, বৈঠকে কর্ণাটকে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক রূপরেখা এবং নেতৃত্ব পরিবর্তনের বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকের পর সিদ্ধারামাইয়া অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গেও আলোচনা করেন।

এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী কে. জে. জর্জ, প্রিয়াঙ্ক খাড়গে এবং বিধান পরিষদের সদস্য তথা সিদ্ধারামাইয়ার পুত্র যতীন্দ্র সিদ্ধারামাইয়া।

যদিও বৈঠকের বিস্তারিত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি।

বৈঠকের পর সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ মল্লিকার্জুন খাড়গে লেখেন, "সিদ্ধারামাইয়ার জনজীবন সবসময় মর্যাদা, সহমর্মিতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রতিফলন ঘটিয়েছে।"

তিনি আরও লেখেন, "অত্যন্ত সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে দু'বার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। সমতা, সম্প্রীতি এবং প্রান্তিক মানুষের কল্যাণে তাঁর অঙ্গীকার অটুট ছিল। কর্ণাটক এবং কংগ্রেস দল তাঁর অবদানের জন্য কৃতজ্ঞ। তাঁর সুস্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ জনসেবামূলক কাজের জন্য শুভেচ্ছা জানাই।"

এদিকে, প্রাক্তন মন্ত্রী ও কংগ্রেস বিধায়ক দিনেশ গুন্ডু রাও সিদ্ধারামাইয়াকে "গরিব ও বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠস্বর" বলে উল্লেখ করেছেন।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "সিদ্ধারামাইয়া এমন একজন নেতা যিনি রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে সবসময় নিপীড়িত ও দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দলের হাইকমান্ডের সিদ্ধান্ত মেনে মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়ার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন যে ক্ষমতা বা পদ তাঁর কাছে বড় নয়, বরং দলীয় শৃঙ্খলা ও আদর্শই তাঁর কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।"

সিদ্ধারামাইয়ার বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রশংসা করে রাও বলেন, দরিদ্রতা ও ক্ষুধার কষ্ট তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করেছিলেন বলেই "ক্ষুধামুক্ত কর্ণাটক" গড়ার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক 'অন্ন ভাগ্য' প্রকল্প চালু করেছিলেন, যা পরে গোটা দেশের কাছে একটি মডেল হয়ে ওঠে।

তিনি বলেন, "লক্ষ লক্ষ পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তিনি মানুষের হৃদয়ে 'আন্নারামাইয়া' হিসেবে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন।"

রাও আরও জানান, খাদ্য ও নাগরিক সরবরাহমন্ত্রী থাকাকালীন সিদ্ধারামাইয়া তাঁর উপর আস্থা রেখে এই প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

তিনি স্মরণ করেন, সম্প্রতি স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে চালু হওয়া '১০৮ সেন্ট্রালাইজড কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার'-এর উদ্বোধন করেছিলেন সিদ্ধারামাইয়া। সেটিই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর শেষ সরকারি অনুষ্ঠান ছিল।

রাও বলেন, "এখন বিষয়টি অত্যন্ত আবেগঘন মনে হচ্ছে। দায়িত্বে থাকার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের বিষয়েই তাঁর সরকার কাজ করে গিয়েছে।"

সিদ্ধারামাইয়ার প্রশাসনের প্রশংসা করে তিনি আরও বলেন, সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে তিনি কখনও আপস করেননি এবং কংগ্রেস সরকারের পাঁচটি গ্যারান্টি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছেন।

বিরোধীদের ঋণসংকটের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে রাও বলেন, "এসব শুধুই রাজনৈতিক কৌশল, বাস্তবতার সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক নেই।"

তিনি আরও বলেন, "দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সিদ্ধারামাইয়া দেখিয়ে দিয়েছেন একজন প্রকৃত সমাজবাদী কীভাবে জীবনযাপন করেন। তাঁর জীবন আমাদের সবার জন্য অনুপ্রেরণা।"

শেষে রাও আশা প্রকাশ করেন, মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়লেও কর্ণাটকে শান্তি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সামাজিক ন্যায়ভিত্তিক রাজনীতি বজায় রাখতে সিদ্ধারামাইয়া সক্রিয় থাকবেন।

২০২৮ সালের মধ্যে ভারতের ডেটা সেন্টার ক্ষমতা ৩ গিগাওয়াট ছাড়াবে: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৯ মে (আইএএনএস) : হাইপারস্কেলার সংস্থাগুলির বাড়তি চাহিদা, দ্রুত বাড়তে থাকা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নির্ভর কাজের চাপ এবং এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে ডেটা সেন্টার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের অনুকূল পরিবেশের জেরে ২০২৮ সালের শেষ নাগাদ দেশের ডেটা সেন্টার (ডিসি) ক্ষমতা ৩ গিগাওয়াট (জিডব্লিউ) ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে জানানো হয়েছে এক রিপোর্টে।

শুক্রবার প্রকাশিত সিবিআরই-র রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫ সালের শেষে ভারতে মোট ডেটা সেন্টার ক্ষমতা প্রায় ১,৭০০ মেগাওয়াটে পৌঁছেছে। পাশাপাশি ২০২৬ সালে আরও প্রায় ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ডেটা সেন্টার স্টক বলতে একটি দেশের সব ডেটা সেন্টারে উপলব্ধ মোট কম্পিউটিং অবকাঠামো ক্ষমতাকে বোঝায়।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, দ্রুত বাড়তে থাকা লাইভ ক্যাপাসিটি, বড় বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং উন্নত পরিকাঠামোর কারণে ভারত এখন এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যতম শীর্ষ ডেটা সেন্টার বাজার হিসেবে উঠে এসেছে।

ভারত বর্তমানে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, মূল ভূখণ্ড চীন এবং মালয়েশিয়ার মতো দেশের সঙ্গে একই স্তরে অবস্থান করছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

সিবিআরই-র ইন্ডিয়া, সাউথ-ইস্ট এশিয়া, মিডল ইস্ট ও আফ্রিকার চেয়ারম্যান ও সিইও অংশুমান ম্যাগাজিন বলেন, "কম বাধাসম্পন্ন উন্নয়ন পরিবেশ, দ্রুত প্রসারমান ডিজিটাল অর্থনীতি এবং হাইপারস্কেলার সংস্থাগুলির আগ্রাসী বিনিয়োগ ভারতের ডেটা সেন্টার বাজারকে বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় ক্ষেত্রে পরিণত করেছে।"

তিনি আরও বলেন, "এআই নির্ভর কাজের চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু ক্লাউড নয়, নিওক্লাউড, গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার (জিসিসি) এবং বিভিন্ন সংস্থার চাহিদাও বাড়ছে। ফলে ২০২৮ সালের পরেও ভারতের ডেটা সেন্টার ক্ষমতা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাবে।"

রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, বিদ্যুৎ ঘাটতি, নির্মাণ ব্যয়, দক্ষ কর্মীর অভাব এবং পরিবেশগত বা সামাজিক ঝুঁকির মতো উন্নয়ন সংক্রান্ত বাধা ভারতে তুলনামূলকভাবে কম। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বড় বাজারগুলির মধ্যে ভারতই একমাত্র দেশ, যেখানে এই ধরনের বাধা "নিম্ন" পর্যায়ে রয়েছে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, "এই কাঠামোগত সুবিধার বাস্তব প্রভাব ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। মুম্বই এখনও দেশের প্রধান ডেটা সেন্টার কেন্দ্র হিসেবে রয়েছে, যেখানে ৮০০ মেগাওয়াটের বেশি ক্ষমতা রয়েছে এবং আরও ৭৫০ মেগাওয়াটের প্রকল্প নির্মাণাধীন বা পরিকল্পনায় রয়েছে।"

এছাড়া চেন্নাই, হায়দরাবাদ এবং দিল্লি-এনসিআর দ্রুত হাইপারস্কেল ডেটা সেন্টারের নতুন গন্তব্য হিসেবে উঠে আসছে। অন্যদিকে বেঙ্গালুরু এখনও এন্টারপ্রাইজ কোলোকেশন চাহিদার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে রয়েছে।

ফের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ মে (আইএএনএস) : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর দীর্ঘদিন প্রায় গৃহবন্দি থাকার মতো পরিস্থিতির মধ্যে কাটানোর পর এবার ফের সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ফিরছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা দলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার থেকে তিনি ফের প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন বলে শুক্রবার দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের তিনবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার দুটি নির্ধারিত কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। দুটি ক্ষেত্রেই তিনি সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের পর সংঘটিত হিংসার শিকার হওয়া দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দেখা করবেন।

এক তৃণমূল নেতা জানান, "আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রথমে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর-দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় কর্মী সঞ্জু কর্মকারের সঙ্গে দেখা করবেন, যিনি চলতি মাসের শুরুতে ভোট-পরবর্তী হিংসার শিকার হন। এরপর তিনি উত্তর কলকাতার বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের আরেক দলীয় কর্মী বিশ্বজিৎ পট্টনায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, তিনিও একই ধরনের হিংসার শিকার হয়েছেন।"

গত ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বড় পরিবর্তন এসেছে।

একদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন আগের সরকারের সময় যে উচ্চস্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তিনি পেতেন, তা রাজ্য সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বর্তমানে তিনি শুধুমাত্র একজন লোকসভা সাংসদ হিসেবে যে নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী, সেই ব্যবস্থাই পাচ্ছেন।

অন্যদিকে, কলকাতা পুরসভা (কেএমসি) অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মালিকানাধীন বা যৌথ মালিকানাধীন ১৭টি সম্পত্তিকে ঘিরে নোটিস জারি করেছে। ওই সম্পত্তিগুলির "এলিভেশন কপি"ও চাওয়া হয়েছে, যাতে দেখা যায় মূল কাঠামোতে কোনও ধরনের পরিবর্তন বা সংযোজন অনুমতি ছাড়া করা হয়েছে কি না।

এছাড়াও নির্বাচনী প্রচারে একটি সভায় "উস্কানিমূলক মন্তব্য" করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে।

যদিও গত সপ্তাহে কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চ ওই মামলায় জুলাই মাস পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার-সহ কোনও কড়া পুলিশি পদক্ষেপ না নেওয়ার অন্তর্বর্তী সুরক্ষা দিয়েছে, তবে তাঁর বিদেশ সফরের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

ওড়িশায় সেমিকন্ডাক্টর সাবস্ট্রেট উৎপাদনে ইন্টেল ও ৩ডিজিএস-এর সঙ্গে চুক্তি, জানালেন অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ২৯ মে (আইএএনএস) : ভারতে সেমিকন্ডাক্টর সাবস্ট্রেট উৎপাদন প্রযুক্তি আনার লক্ষ্যে ওড়িশা সরকার ইন্টেল এবং ৩ডি গ্লাস সলিউশনস (৩ডিজিএস)-এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে বলে শুক্রবার জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি পোস করে তিনি ওড়িশা সরকার, ইন্টেল এবং ৩ডিজিএস-কে অভিনন্দন জানান।মন্ত্রী লেখেন, "ভারতে সাবস্ট্রেট উৎপাদন প্রযুক্তি আনার জন্য এমওইউ স্বাক্ষর করায় ওড়িশা সরকার, ইন্টেল এবং ৩ডিজিএস-কে অভিনন্দন। এর ফলে দেশে সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম আরও শক্তিশালী হবে।"

এই নতুন উদ্যোগটি চলতি বছরের শুরুতে ঘোষিত ওড়িশার বৃহত্তর সেমিকন্ডাক্টর সম্প্রসারণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

এপ্রিল মাসে ভুবনেশ্বরের ইনফো ভ্যালিতে দেশের প্রথম উন্নত ৩ডি চিপ প্যাকেজিং ইউনিটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। 'হেটেরোজেনিয়াস ইন্টিগ্রেশন প্যাকেজিং সলিউশনস' প্রকল্পের অধীনে এই ইউনিট গড়ে তুলছে (৩ডিজিএস)।

প্রায় ২,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগে তৈরি হওয়া এই প্রকল্পে বছরে প্রায় ৭০ হাজার গ্লাস প্যানেল, ৫ কোটি অ্যাসেম্বলড ইউনিট এবং প্রায় ১৩ হাজার উন্নত ৩ডি হেটেরোজেনিয়াস ইন্টিগ্রেশন মডিউল উৎপাদনের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে।সেই সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের সেমিকন্ডাক্টর শিল্প দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে ওড়িশা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে।

ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝিও জানিয়েছিলেন, দেশের প্রথম কম্পাউন্ড সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব্রিকেশন ইউনিট এবং প্রথম ৩ডি গ্লাস সাবস্ট্রেট প্যাকেজিং সুবিধা একই সঙ্গে যে রাজ্যে গড়ে উঠছে, ওড়িশাই সেই একমাত্র রাজ্য।দেশে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পকে শক্তিশালী করতে কেন্দ্র সরকার 'সেমিকন ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম'-এর অধীনে বিভিন্ন নীতি সহায়তা ও প্রণোদনা দিয়ে চলেছে।সম্প্রতি কেন্দ্র জানিয়েছে, এই কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যেই ১২টি ফ্যাব বা প্যাকেজিং প্রকল্প এবং ২৪টি সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে।

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER (3rd Call).

It is hereby notified for general information that e-tender is invited for settlement of **03 (Three) Nos. of Non-functioning Country Liquor Shops under Dhalai District** for the financial years 2026-27 & 2027-28 as per the provisions of rule 154(2) of the Tripura Excise Rules, 1990 (as amended up to 2021) read with Notification No.F.II-7(24)-EX/2026/52-60 Dated, 6th January 2026 subject to certain terms and conditions through e-procurement website of the Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in.

The other details related to e-tender can be seen and obtained from the website (https://tripuratenders.gov.in) and available in the office Notice Board of the Office of the Collector of Excise (DM & Collector), Dhalai District, Jawaharnagar.

Intending tenderer submit e-tender through the website (https://tripuratenders.gov.in). The bids shall be uploaded/ submitted by the bidders within 21(Twenty-one) days from the date of publication of e-tender i.e. on 25/05/2026.

Last date of submission of e-tender addressed to the Collector of Excise, Dhalai District will be on 15/06/2026 up to 5.30 PM and will be open on next day 16/06/2026, if possible.

Corrigendum/ addendum, if any will be published in due course only on the above website.

ICA/C-596/26

Vivek H,B IAS
Colbeater of Excise
Dhalai Tripura, District

EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

The undersigned, for and on behalf of the Government of Tripura, invites Expression of Interest (EOI) from Spice Manufacturers/ Spices Importers/ Bulk Spices Suppliers/ Spices Wholesalers across the country for supply of Indigenous Indian Spices in 250 gm / 100 gm/ 50 gm consumer packs (as per the Quality Specifications mentioned in the EOI Document) for distribution through Fair Price Shops (FPSS) in the State during the period from July 2026 to June 2027.

2. Interested bidders may view and download the EOI document from the website https://tripuratenders.gov.in/nicgep/app. However, e-bidding shall be made only through the same portal. The last date and time for submission of EOI is 12.06.2026 up to 3:00 PM.

ICA/C-586/26

(Sumit Lodh)
Addl. Secretary & Director
Food, Civil Supplies & CA
Government of Tripura

NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed rate quotation is invited on behalf of the Governor of Tripura from reputed Resourceful registered firms / Co-Operative Societies/ Suppliers / Manufactures/ Producers for fixation of price and supply of following materials for use under SDMU Chief, Gandacherra SDMU, Gumti WLS creation of Agro-forestry plantations under SCATFORM (JICA) Project, during the F.Y 2026-27.

Sl No.	Particular	Quantity	Base Price	Amount (In Rs)
1	2	3	4	5
1	Agar	2400 nos	Rs. 10.00	Rs. 24,000.00
2	Ginger	1500 Kgs	Rs. 80.00	Rs. 1,20,000.00
3	Turmeric	1500 Kgs	Rs. 50.00	Rs. 75,000.00
4	Areca Nut	6900 nos	Rs. 8.00	Rs. 55,200.00
5	Nylon Net	6000 mtr.	Rs. 15.00	Rs. 90,000.00
6	Cow Dung	3750 Kgs	Rs. 5.00	Rs. 18,750.00

The interested bidders may submit a separate sealed rate quotations against each individual item, for few items or all the listed items, following all T&C of the quotation.

The last day of submission of sealed rate quotation is 03.30 PM of 9th June, 2026. The rate Quotation received after cited date and time shall be treated as invalid. The bidder may deposit sealed quotations on all working days during office hours in person, by registered post, or courier service.

The sealed rate quotation shall be opened on the same day at 04.00 PM in the presence of the bidder or in presence of the authorized representative.

The bidder is at liberty to allow one of his/her representative with a copy of authorization letter and identity card in original during the process of bidding.

ICA/C-572/26

SDMU Chief, Gandacherra
SDMU Gumti Wildlife Sanctuary

ADMISSION NOTIFICATION

During the years 2026-2028, 24(twenty four) nos of seats are to be offered to the private candidates of Tripura for admission into the 2(two) years B.P.Ed Training Course at RCPE, Panisagar, North Tripura, subject to fulfilling of the following criteria.

All kinds of communication shall have to be made to the Principal In-charge RCPE, Panisagar, North Tripura, Pin-799260 and college E-mail ID: rcpepanisagar3@gmail.com or 9774543550.

A Candidate will be allowed for admission to B.P.Ed course provided he/she fulfils the conditions as per NCTE guidelines given below:-

Sl No.	Qualification required (Any one out of Sl. No.1 to 8)	Additional Sports Achievement	Ranking
1	Any Degree with 50%	Inter college/ inter zonal/ inter district/inter school	Participation
2	Degree in Physical Education with 45%	No Need	No Need
3	Degree with 45% % Phy. Ed. as a subject	No Need	No Need
4	Degree with 45%	National/University/ State	Participation
5	Degree with 45%	Inter College/Inter Zonal/ Inter District/ Inter School	Rank 1,2,3
6	Only Degree	International	Participation
7	Only Degree	National/Inter University	Rank 1,2,3
8	In-service Candidate	No Need	3 yrs Job as PI

Note:- All the Games and Sports certificate should be recognized by respective federation/ AIU /IOA /SGFI/Govt. of India.

The reservation policy for the 24 seats of private candidates will be followed as per Tripura State Reservation Policy. The tentative reservation may be as follows after scrutinized by higher authority.

1. ST-7 nos., 2. SC-4 nos. 3. Open Category-13 nos.

Age must be within 30 years and not below 19 years on the date of Admission and age is relax able up to 35 years for an outstanding sports performers. Candidates other than Tripura University have to produce Migration Certificate at the time of admission. Candidates must have to be sound in character, sociable nature & must possess promising qualities of leadership. A testimonial to this effect from the Head of the Institution last attended should have to be submitted at the time of admission. Original copies of all documents related to admission need to be produce at the time of reporting to the RCPE, Panisagar. Candidates must have to produce a Certificate of medical fitness from a registered medical practitioner. Permanent Resident Certificate should be submitted at the time of admission.

Applications form for admission is available at the college or https://qr-cc.de/st/gbyyk. The filled up form (Hard Copy) with all document must reach/submit on or before 16.06.2026 to the Establishment of RCPE, Panisagar, North Tripura. Applicants are also directed to report on 21.06.2026 at RCPE, Panisagar. North Tripura.

ICA/D-248/26

Director,Youth affairs & Sports
Govt. of Tripura.

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, near Vidya Samiksha Kendra, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD on 27/05/2026.

TENDER

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Construction of 06(Six) nos Girls Toilets in 06(Six) different Schools under Bokafa, Hrishyamukh and Santirbazar MC of South Tripura District for the year 2026-27. PNICT No: 14/EE/ENGG.CELL/ DSE/2026-27. DNIeT No: 07/EE/ENGG.CELL/ DSE/2026-27	Rs. 33,00,000.00	Rs. 66,000.00	90 Days	05/06/2026 Upto 17.30 hrs	06/06/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
2	Construction of 05(Five) nos Girls Toilets in 05(Five) different Schools under Bokafa and Hrishyamukh RD Blocks of South Tripura District for the year 2026-27. PNICT No: 15/EE/ENGG.CELL/ DSE/2026-27. DNIeT No: 08/EE/ENGG.CELL/ DSE/2026-27.	Rs. 27,50,000.00	Rs. 55,000.00	90 Days	05/06/2026 Upto 17.30 hrs	06/06/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
3	Construction of 04 nos Girls Toilet at Duimukhcherra SB, Lungthirek SB, Darkhuang JB and Sabual Bru Para JB School under Dasda and Jampui Block of North Tripura for the year 2025-26. PNIET No: 16/EE/ENGG.CELL/ DSE/2026-27. DNIeT No: 09/EE/ENGG.CELL/ DSE/2026-27.	Rs. 22,00,000.00	Rs. 44,000.00	150 Days	04/06/2026 Upto 17.30 hrs	05/06/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
4	Construction of 03 nos Girls Toilet at Pandaray Halampara JB, Radhapur BH Col JB and Tilthai Do Bhanga High School under Jubarajnagar Block of North Tripura for the year 2025-26. PNIET No: 17/EE/ENGG.CELL/ DSE/2026-27. DNIeT No: 10/EE/ENGG.CELL/ DSE/2026-27	Rs. 16,50,000.00	Rs. 33000.00	120 Days	04/06/2026 Upto 17.30 hrs	05/06/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
5	Construction of 02 nos Girls Toilet at South kalacherra JB and Sakaibari High School under Kalacherra Block of North Tripura for the year 2025-26. PNIET No: 18/EE/ENGG.CELL/ DSE/2026-27. DNIeT No: 11/EE/ENGG.CELL/ DSE/2026-27.	Rs. 1100061.00	Rs. 22001.00	90 Days	04/06/2026 Upto 17.30 hrs	05/06/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
6	Construction of 04(Four) nos Girls Toilets in Mongai Mog para JB, Patichara Sajao Mog Para S3, Dakshin Muhuripur JB and East Charakbai Formal High Schools under Jolaibari RD Block of South Tripura District for the 2026-27. year PNIET No: 19/EE/ENGG.CELL/ DSE/2026-27. DNIET No: 12/EE/ENGG.CELL/ DSE/2026-27.	Rs. 22,00.000.00	Rs. 44,000.00	90 Days	06/06/2026 Upto 17.30 hrs	08/06/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
7	Construction of 04(Four) nos Girls Toilets in Rangachara Pry JB, Thambaiya Bari JB, Putraham Para JB and Joykumar Tripura JB Schools under Jolaibari RD Block of South Tripura District for the year 2026-27. PNIeT No: 20/EE/ENGG.CELL/ DSE/2026-27. DNIeT No: 13/EE/ENGG.CELL/ DSE/2026-27.	Rs. 22,00.000.00	Rs. 44,000.00	90 Days	06/06/2026 Upto 17.30 hrs	08/06/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.

No.F.17 (13-226 /SE/ENGG/2026-27/232- 34 Dated, Agartala the 27/05/2026

ICA/C-601/26

(Er. Dhirendra Debbarma)
Executive Engineer, Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

স্কুলছাত্রীদের জন্য মাসিক ঋতুকালীন ছুটির প্রস্তাব নারীকল্যাণে বড় ঘোষণা সতীশন সরকারের

তিরুবনন্তপুরম, ২৯ মে (আইএএনএস) : নারী ও শিশু কল্যাণকে কেন্দ্র করে বড় পদক্ষেপের ঘোষণা করল কেরলের নতুন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ সরকার। শুক্রবার বিধানসভায় রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকরের প্রথম নীতিগত ভাষণে স্কুলছাত্রীদের জন্য প্রতি মাসে সর্বাধিক তিন দিনের ঋতুকালীন ছুটির প্রস্তাব সামনে আনা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ভি. ডি. সতীশনের নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম নীতিগত ঘোষণায় এই উদ্যোগকে "মেনস্ট্রুয়াল ডিগনিটি" বা ঋতুকালীন মর্যাদা কর্মসূচির অংশ হিসেবে তুলে ধরা হয়। এর লক্ষ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জনপরিসরকে নারী ও কিশোরীদের জন্য আরও সংবেদনশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলা।নীতিগত ঘোষণায় জানানো হয়েছে, স্কুলপড়ুয়া ছাত্রীদের প্রতি মাসে সর্বাধিক তিন দিন পর্যন্ত ঋতুকালীন ছুটি দেওয়া হবে। পাশাপাশি পড়াশোনায় যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, তার জন্য সপ্তাহান্তে বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থাও করা হবে।ঘোষণাটি প্রকাশ্যে আসতেই তা রাজ্যজুড়ে ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে। নতুন সরকারের প্রথম বিধানসভা অধিবেশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হিসেবেই এটিকে দেখা হচ্ছে।

সরকার আরও ঘোষণা করেছে, কেরলকে দেশের "সবচেয়ে নারী-বান্ধব রাজ্য" হিসেবে গড়ে তোলা হবে।নীতিগত ভাষণে কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য সমান বেতনের ব্যবস্থা, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলাদের জন্য বিশেষ কল্যাণমূলক সুবিধা এবং আনুষ্ঠানিক চাকরির বাইরে থাকা মহিলা কর্মীদের জন্য ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটির প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।এছাড়াও রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে মহিলাদের জন্য গণশৌচাগার নির্মাণ এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন, জুতো-সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহজলভ্য করার পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়েছে।আরও একটি বড় সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে "ডেস্টিটিউট অ্যান্ড অরফ্যান ফ্রি কেরালা" প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। এর লক্ষ্য কেরলকে দেশের প্রথম অনাথমুক্ত রাজ্যে পরিণত করা।

জুভেনাইল জাস্টিস আইনেব আওতায় এই প্রকল্পে বৃহৎ পরিসরে দত্তক গ্রহণ কর্মসূচি এবং প্রশিক্ষিত পালক পরিবারের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যাতে অসহায় শিশুদের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আশ্রয়ের পরিবর্তে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে পুনর্বাসন করা যায়।নীতিগত ভাষণে মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইনের অধীনে শিশু পরিচর্যা সংক্রান্ত নিয়ম কঠোরভাবে কার্যকর করার কথাও বলা হয়েছে। এর আওতায় সরকারি দফতর, শিল্প প্রতিষ্ঠান, আইটি পার্ক এবং ৫০ জনের বেশি কর্মী রয়েছে এমন কর্মস্থলে নিরাপদ ডে-কেয়ার সেন্টার ও ক্রেশ বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ধারাবাহিক কল্যাণমূলক ঘোষণার মাধ্যমে সতীশন সরকার শুরু থেকেই নিজেদের সামাজিকভাবে প্রগতিশীল ও জনমুখী প্রশাসন হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে।

নির্মীয়মাণ ড্রেনের ফাঁদে পড়ে গুরুতর আহত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনোজ রায়, উঠছে স্মার্ট সিটির কাজ নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে : স্মার্ট সিটির নির্মীয়মাণ ড্রেনের উপর অস্থায়ীভাবে রাখা বাঁশ ভেঙে পড়ে গুরুতর আহত হলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনোজ রায়। শুক্রবার সকালে রামনগর ২ নম্বর এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার পর থেকেই অবৈজ্ঞানিকভাবে ড্রেন নির্মাণ ও নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জানা গেছে, শুক্রবার সকালে মনোজ রায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাণীবিদ্যাপীঠ স্কুলে ফুলের বাগানের পরিচর্যা করতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় রামনগর ২ নম্বর রাস্তার পাশ দিয়ে যাওয়ার পথে নির্মীয়মাণ ড্রেন পারাপারের জন্য রাখা একটি পুরনো বাঁশ হঠাৎ ভেঙে যায়। এতে তিনি সরাসরি ড্রেনের মধ্যে পড়ে গুরুতর আহত হন। অভিযোগ, ড্রেনের ভিতরে থাকা একটি লোহার রড তাঁর বুকের ভেতরে ঢুকে যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে আগরতলা ক্লাবের তিনজন সদস্য দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। পরে তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, নির্মীয়মাণ ড্রেন পারাপারের সময় দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মাঝেমধ্যেই রোগীরা হাসপাতালে আসছেন। চিকিৎসকদের মতে, পুরপরিষদ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, শহরের বিভিন্ন এলাকায় ড্রেন নির্মাণের কাজ চললেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। মনোজ রায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেও এদিন বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী।

শান্তিরবাজারে সিভিল ডিফেন্সের মক ড্রিল, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সচেতনতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ মেঃ শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার সিভিল ডিফেন্সের উদ্যোগে আয়োজিত হলো এক গুরুত্বপূর্ণ মক ড্রিল। এয়ার রেইড বা ব্ল্যাকআউট পরিস্থিতির মতো জরুরি অবস্থায় সাধারণ মানুষকে সচেতন ও প্রস্তুত করে তুলতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

মক ড্রিল প্রসঙ্গে সিভিল ডিফেন্সের নোডাল অফিসার কাকলি সাহা জানান, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যদি কখনও আকাশপথে হামলা বা এয়ার স্ট্রাইকের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহলে সিভিল ডিফেন্স কীভাবে কাজ করবে এবং সাধারণ মানুষ কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে, সেই বিষয়েই সচেতনতা গড়ে তুলতে এই মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, এই কর্মসূচিতে সিভিল ডিফেন্সের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন, ৯-ব্যাটেলিয়ান টিএসআর, শান্তিরবাজারের মেডিকেল টিম এবং সিভিল ভলান্টিয়াররা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ও সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রস্তুতি যাচাই করাই ছিল এই মহড়ার মূল উদ্দেশ্য।

কাকলি সাহা সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে বলেন, জরুরি অবস্থার সাইরেন বাজলে সেটিকে বিপদ সংকেত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং আতঙ্কিত না হয়ে নির্ধারিত নিয়ম মেনে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই ধরনের মক ড্রিল ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আজকের সফল আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আয়োজকরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্য সরকার ডিজিট্যাল প্রশাসন গড়ে তুলতে রাজ্যস্তরের পাশাপাশি জেলা ও মহকুমা স্তরের বিভিন্ন সরকারি অফিসে ই-অফিস চালু করেছে: মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে: ডিজিট্যাল প্রশাসন ক্ষমতায়ণের লক্ষ্যে আজ প্রজ্ঞাভবনে "টেক সক্ষম" শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি মন্ত্রণালয়ের অধীন নিকসি (এনআইসিএসআই)-র উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মশালার উদ্বোধন করে মুখ্যসচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা বলেন, ডিজিট্যাল প্রশাসন গড়ার লক্ষ্যে এ ধরণের কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। রাজ্য সরকার ডিজিট্যাল প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ক্যাবিনেট থেকে শুরু করে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ডিজিটাইজেশনের এই উন্নতির ক্ষেত্রে এনআইসি, এনআইসিএসআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মুখ্যসচিব বলেন, রাজ্য সরকার ডিজিট্যাল প্রশাসন গড়ে তুলতে রাজ্যস্তরের পাশাপাশি জেলা ও মহকুমা স্তরের বিভিন্ন সরকারি অফিসে ই-অফিস চালু করেছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ই-বিলিং, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ই-হাসপাতাল চালু করা সম্ভব হয়েছে। প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন করার ফলে সময় সাশ্রয়ের পাশাপাশি সরকারি কাজ কর্মে স্বচ্ছতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিজিট্যাল পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে একটা ভাল অবস্থানে রয়েছে। টেক সক্ষম ডিজিট্যাল এই পরিষেবার মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরে কর্মদক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে নিকসি"র ম্যানেজিং ডিরেক্টর অলক তিওয়ারি বলেন, ডিজিট্যাল প্রশাসনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে টেক সক্ষম কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। আজকের এই কর্মশালায় সাইবার নিরাপত্তা, এ আই, ই ক্লাউড ইত্যাদি বিষয়ে এক্সপার্টগণ বিস্তারিত আলোচনা করবেন। তাতে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি উপকৃত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে এনআইটি" আগরতলার ডিরেক্টর এস কে পাত্রা বলেন, বর্তমানে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানও সহজতর হচ্ছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বন দপ্তরের মুখ্য প্রধান বন সংরক্ষক আর কে সামল, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির উপাচার্য রতন কুমার সাহা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে এনআইসিএসআই"র সঙ্গে এনআইটি-আগরতলা এবং টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির মধ্যে মৌ স্বাক্ষরিত হয়।

কৈশোরে বিয়ে এবং অপ্রাপ্ত বয়সে মা হওয়ার প্রবণতা রোধে সচিবালয়ে টাস্ক ফোর্সের বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে: কিশোরী বয়সে বিয়ে (টিনএজ ম্যারেইজ) এবং অপ্রাপ্ত বয়সে গর্ভাবস্থার মতো স্পর্শকাতর সমস্যাগুলো প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আজ সচিবালয়ে এবিষয়ে উচ্চপর্যায়ের টাস্ক ফোর্স-র বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, উচ্চশিক্ষা দপ্তর, মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তর, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তর, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ, ত্রিপুরা নগর জীবিকা মিশনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন"র মিশন ডিরেক্টর ডাঃ নূপুর দেববর্মার সভাপতিত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে মূল আলোচনার বিষয় ছিল রিপ্রোডাক্টিভ অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ বা প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন। বৈঠকে সভাপতি মিশন ডিরেক্টর ডাঃ নূপুর দেববর্মা বলেন, বাল্য বিবাহ এবং কম বয়সে মা হওয়ার মতো সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত চ্যালেঞ্জগুলো কেবল একটিমাত্র দপ্তরের পক্ষে পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের মধ্যে শক্তিশালী সমন্বয়।

আজকের এই বিশেষ বৈঠকে যে বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে তা হল, যেসব মেয়েরা অন্তত ১০ বা তার বেশি বছর বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে, তাদের মধ্যে অল্প বয়সে বিয়ের হার অনেক বেশী। তাই মেয়েদের স্কুল ড্রপ-আউট রোধ করা অত্যন্ত জরুরি। স্বাস্থ্য দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর, সমাজকল্যাণ সহ অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের মধ্যে পারস্পরিক কাজের গতি ও যোগাযোগ আরও বাড়ানো। সেইসঙ্গে ফিল্ড লেভেলে কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য, সঠিক পুষ্টি এবং বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সরকারি প্রকল্পগুলোকে আরও উদ্যোগী করা।

কিশোরী স্বাস্থ্য রক্ষা এবং বাল্যবিয়ে মুক্ত সমাজ গড়তে আমাদের প্রতিটি বিভাগকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। আরসিএইচ"র আওতাধীন প্রোগ্রামগুলোর সুবিধা যেন প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। ফিল্ড লেভেলে এই কর্মসূচিগুলো তদারকি করার জন্য একটি বিশেষ মনিটরিং সেল গঠনের ব্যাপারেও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

ত্রিপুরায় ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক স্তরের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু, ৭ জুন পর্যন্ত আবেদন

আগরতলা, ২৯ মে : ত্রিপুরার উচ্চশিক্ষা দপ্তর ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের ২৯টি সরকারি ডিগ্রি কলেজে (জিডিসি) স্নাতক স্তরের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এর মধ্যে নবগঠিত নলছড় সরকারি মহিলা ডিগ্রি কলেজও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া আগামী ৭ জুন মধ্যরাত পর্যন্ত সামার্থ পোর্টালের মাধ্যমে চলবে। উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা জানান, শিক্ষার্থীদের জন্য স্বচ্ছ, মেধাভিত্তিক ও সহজলভ্য ভর্তি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে এ বছরও সম্পূর্ণ ভর্তি প্রক্রিয়া অনলাইনে পরিচালিত হবে।

তিনি বলেন, "গত বছরের মতো এবারও সামার্থ পোর্টালের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। অফলাইন আবেদন গ্রহণ করা হবে না। এর ফলে ভর্তি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরও বৃদ্ধি পাবে।"

দপ্তরের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, প্রথম মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে ১৯ জুন। প্রথম দফার ভর্তি চলবে ২২ ও ২৩ জুন। পরবর্তী দফাগুলিতে শূন্য আসনের ভিত্তিতে ভর্তি সম্পন্ন হবে এবং চতুর্থ ও শেষ দফার ভর্তি অনুষ্ঠিত হবে ৪ থেকে ৬ জুলাই।

নতুন উদ্যোগের প্রসঙ্গে অনিমেষ দেববর্মা বলেন, "সিপাহিজলা জেলার নলছড়ে নতুন সরকারি মহিলা ডিগ্রি কলেজ চালু হওয়ায় ওই এলাকার ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হবে। পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০-এর আলোকে শিক্ষার পরিসর বাড়ানোর লক্ষ্যে আইএএসই, কুঞ্জবনে নতুন বিএসসি (কম্পিউটার সায়েন্স) কোর্স চালু করা হচ্ছে, যেখানে ৩০টি আসন থাকবে। এছাড়া বিএ ইংরেজি (মেজর) কোর্সের আসনসংখ্যা ২৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়েছে।"

তিনি জানান, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সরকারি ডিগ্রি কলেজগুলিতে মোট আসনসংখ্যা ছিল ৩১,৯৫৪। নতুন কলেজ ও নতুন কোর্স চালুর ফলে চলতি শিক্ষাবর্ষে ২০৫টি আসন বৃদ্ধি পেয়ে মোট আসনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২,১৫৯।

অধিকর্তা আরও বলেন, "এ বছর বিভিন্ন বোর্ড মিলিয়ে প্রায় ২৮,৯৬৭ জন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সেই তুলনায় সরকারি ডিগ্রি কলেজগুলিতে পর্যাপ্ত আসন রয়েছে।" তিনি জানান, ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (টিআইটি)-কে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি এবং আগরতলার উইমেন্স কলেজকে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট উইমেন্স ইউনিভার্সিটিতে উন্নীত করার জন্য ইতিমধ্যেই গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এই দুই প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

জন ভাগীদারি অভিযানে উনকোটি জেলায় ৬১টি শিবির অনুষ্ঠিত জেলাশাসক

কৈলাসহর, ২৯ মে: ১৮ মে থেকে ২৫ মে, ২০২৬ পর্যন্ত জনভাগীদারি অভিযানে ঊনকোটি জেলার বিভিন্ন ব্লক এলাকায় ৬৯টি শিবির আয়োজিত হয়। সম্প্রতি ঊনকোটি জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক মেঘা জৈন এই সংবাদ জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, এই শিবিরগুলিতে আধার পরিষেবা, এসটি সার্টিফিকেট, পি আর টি সি, রেশন কার্ড, আয়ুষ্মান কার্ড, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার মতো একাধিক পরিষেবা সুবিধাভোগীদের দেওয়া হয়েছে। এই শিবিরের ফলে প্রায় ২৬ হাজার সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন।

তিনি আরও জানান, শিবিরগুলিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে হাম ও রুবেলা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সাগর শোভণ দেবনাথ, সহ জেলা কল্যাণ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।

বোধজংনগরে অন্নদা স্পাইস ইন্ডাস্ট্রিজের উদ্যোগে মেগা স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোধজংনগর, ২৯ মে : অন্নদা স্পাইস ইন্ডাস্ট্রিজের উদ্যোগে এবং রামকৃষ্ণ মিশন ও আইএলএস হাসপাতালের সহযোগিতায় শুক্রবার বোধজংনগরে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে আয়োজিত এই স্বাস্থ্য শিবিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি সংস্থার কর্মীরাও স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সারা বছর বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও নিজেদের যুক্ত রাখে অন্নদা স্পাইস ইন্ডাস্ট্রিজ। বিশেষ করে স্থানীয় মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে সংস্থাটি নিয়মিত উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।

এদিনের স্বাস্থ্য শিবিরে চিকিৎসকদের দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান করা হয়। শিবিরে স্থানীয় মানুষের উপস্থিতিও ছিল উল্লেখযোগ্য। অন্নদা স্পাইস ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার রতন দেবনাথ জানান, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই এই ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। আগামী দিনেও সংস্থার পক্ষ থেকে এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

নিলিট-এ ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে বি-টেক এ দুটি নতুন কোর্স চালু হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে: কেন্দ্রীয় সরকারের ইলেকট্রনিক্স এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি মন্ত্রকের অধিনস্ত ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রনিক্স এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি (এনআইইএলআইটি) আগরতলা ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স ও মেশিন লার্নিং বিষয়ে স্পেশালাইজেশন সহ কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কোর্স চালু করেছে। এই বি-টেক কোর্সে আসন রয়েছে ৬০টি। নিলিটের পক্ষ থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠানটি কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এবং ইলেকট্রনিক্স এবং টেলি কমিউনিকেশন ইঞ্জিনীয়ারিং এ ডিপ্লোমা, বিসিএ, এমটেক (ডাটা ইঞ্জিনীয়ারিং) কোর্সও চালু করেছে। নিলিটে পাঠরত এসসি/এসটি ছাত্রছাত্রীদের টিউশন ফি দিতে হবে না। বি-টেক করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের কাউসেলিং জয়েন্ট সিট অ্যালোকেশন অথরিটি (জোসা)-র মাধ্যমে এবং নিলিটের নিজস্ব পরীক্ষার মাধ্যমে হবে।

রাজ্যে অনুপ্রবেশ রুখতে

● প্রথম পাতার পর

তিনি জানান, এই বৈঠকে অবৈধ অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত নথি উপস্থাপন করে রাজ্যে এনআরসি, ইনার লাইন পারমিট, এসআইআর এবং সিএএ-২০১৯ কার্যকর করার দাবি জানাবেন, যাতে সীমান্ত সুরক্ষা আরও জোরদার করা যায়।

তৃণমূলস্তর পর্যন্ত

● প্রথম পাতার পর

কল্যাণে কাজ করবেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে প্রদেশ সভাপতি হিসেবে কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ লক্ষ্য করতে পারছেন না। বর্তমানেও দলের জন্য সকাল থেকে রাত অব্দি একজন কর্মী হিসেবে কাজ করে যান। ভবিষ্যতেও এভাবেই দলের হয়ে কাজ করবেন। সেক্ষেত্রে যদি কোন চ্যালেঞ্জ আসে তার শক্ত হাতে মোকাবেলা করবেন বলেই জানালেন নবনিযুক্ত প্রদেশ সভাপতি। সর্বোপরি দলীয় নেতৃত্বদের সাহায্য সহযোগিতা আহ্বান করেছেন তিনি।

এদিকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা বলেন, আগামী দিনের সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অভিষেক দেবরায় দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবেন, সেই আশা রাখেন। তিনি বলেন, বিজেপির মধ্যে এটি পরম্পরা রয়েছে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে নতুন মানুষের হাতে দায়িত্বভার যায়। তিনি বিদায়ী প্রদেশ সভাপতি বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন, 'রাজিব বাবু যথেষ্ট ভালো কাজ করেছেন, অভিষেক দেবরায় দক্ষতার সঙ্গে সাংগঠনিক দায়িত্ব সামলাবেন'। তিনি আরো বলেন, অভিষেক দেবরায় বুথ সভাপতি ছিলেন, বর্তমানে তিনি প্রদেশ সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। আগামী দিনেও তাঁর নেতৃত্বে দল আরো শক্তিশালী হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

কৃষকদের স্বার্থে

● প্রথম পাতার পর

রতন লাল নাথ কৃষকদের ক্ষমতায়ন এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার বিষয়ে ত্রিপুরা সরকারের অঙ্গীকার।

তিনি বলেন, ফসল পরিকল্পনা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং কৃষক সহায়তা ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির যৌথ উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এই সম্মেলনটি বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কৃষি সংক্রান্ত সেরা অভ্যাস বিনিময়, নীতিগত পদক্ষেপ পর্যালোচনা এবং জাতীয় অগ্রাধিকারের সঙ্গে রাজ্যভিত্তিক উদ্যোগগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়াও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, সময়মতো কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং কৃষকদের কাছে আধুনিক প্রযুক্তির প্রসার নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মন্ত্রী জানান, গত আট বছরে রাজ্য সরকার ১৫ লক্ষেরও বেশি কৃষককে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার আওতায় এনেছে। তবে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, প্রবল বর্ষণের ফলে নিচু এলাকার ধানক্ষেত প্লাবিত হয়ে কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। কিন্তু তাঁরা বীমার সুবিধা পান না। তাই পিএমএফবিওয়াই নির্দেশিকায় 'স্থানীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ'-এর আওতায় বন্যাকে অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানাচ্ছি।

এছাড়াও তেল পাম চাষে বায়ো-ফেন্সিংয়ের জন্য বর্তমান ৪,০০০ টাকা সহায়তা বাড়িয়ে ৮,০০০ টাকা করার দাবি জানান তিনি।

মন্ত্রী আরও বলেন গত তিন-চার বছরে আমাদের রাজ্যে আলু চাষে এআরসি পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে কৃষকরা তিনগুণ বেশি উৎপাদন পেয়েছেন। এই সাফল্য ধরে রাখতে আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্র (সিআইপি), লিমা, পেরুর সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শ ফি চালু রাখা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু চলতি বছরে আরকেভিওয়াই- ডিপিআর প্রকল্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। আমরা চাই এই পরামর্শ ফি পুনরায় চালু করা হোক।

উল্লেখ্য, এই জাতীয় কৃষি সম্মেলনে দেশের ১৯টি রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় কৃষি সচিব অতীশ চন্দ্রসহ কেন্দ্র সরকারের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।

দলবিরোধী মন্তব্য ও সামাজিক মাধ্যমে দায়িত্বজ্ঞানহীন পোস্ট করলে কঠোর ব্যবস্থা

● প্রথম পাতার পর

উদ্দেশ্যে গোপন বৈঠকের অভিযোগ সামনে আসার পর থেকেই রাজ্য বিজেপির অন্দরে চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতেই এদিনের অনুষ্ঠানে দলীয় শৃঙ্খলা নিয়ে কঠোর বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। পরে নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায়কে ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় পরিয়ে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা জানান তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী রাজ্য বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, রাজ্য বিজেপির প্রভারি ডাঃ রাজদীপ রায়, মন্ত্রিসভার সদস্য, বিধায়ক, সাংগঠনিক নেতৃত্ব এবং মণ্ডল স্তরের দলীয় কর্মী-সমর্থকরা।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "দলের নেতা বা কর্মীরা যদি সামাজিক মাধ্যমে দলের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন কিংবা বিভ্রান্তিকর পোস্ট দেন, তাহলে তা সরাসরি দলবিরোধী কার্যকলাপ হিসেবে বিবেচিত হবে। কেউ যত বড় পদেই থাকুন না কেন, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" তিনি আরও বলেন, "সামাজিক মাধ্যমে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করে এবং দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। বর্তমানে রাজ্যে বিজেপি সরকার সঠিকভাবে কাজ করছে। কিন্তু একটি অংশ ধীরে ধীরে সংগঠনকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্র করছে। তারা যেন স্লো পয়জনের মতো সংগঠনের ভিত নষ্ট করার চেষ্টা করছে।"

বামপন্থীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সারা দেশে সিপিআই(এম)-এর রাজনৈতিক ভিত্তি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ত্রিপুরাতেও তাদের অবশিষ্ট আসনগুলো দখল করতে হবে। মানুষকে বিভ্রান্ত করা এবং মিথ্যা প্রচার চালানোই তাদের রাজনীতি।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, কিছু কনটেন্ট ক্রিয়েটর বামপন্থীদের মদতে বিজেপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এমনকি দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য অর্থ লেনদেনের অভিযোগও তোলেন তিনি। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, অতীতে যারা 'সোনালি যুগ'-এর কথা বলতেন, তাদের আমলেই মাদকচক্রের বিস্তার ঘটেছিল। বর্তমানে সেই মাদক কারবারিরাই আইনের জালে ধরা পড়ছে বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায়ও দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দেন। তিনি বলেন, "দলের কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ বা মতভেদ থাকলে তার জন্য সাংগঠনিক ফোরাম রয়েছে। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ বা দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করা উচিত নয়। এই ধরনের পোস্ট দলবিরোধী কার্যকলাপ হিসেবেই গণ্য হবে।"

তিনি আরও জানান, সামাজিক মাধ্যমের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের জন্য দলের নিজস্ব নজরদারি ব্যবস্থা রয়েছে এবং কেউ সংগঠনের ক্ষতি করার চেষ্টা করলে তা নজর এড়াবে না।

অনুষ্ঠানের শেষে বিভিন্ন স্তরের দলীয় নেতৃত্ব পৃথকভাবে অভিষেক দেবরায়কে সংবর্ধনা জানান। বিজেপির পক্ষ থেকে এই কর্মসূচিকে সংগঠনের ঐক্য, শৃঙ্খলা এবং সাংগঠনিক শক্তি আরও মজবুত করার বার্তা হিসেবে তুলে ধরা হয়।

চুরি করতে গিয়ে ধরা, বনদপ্তরের

● প্রথম পাতার পর

পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে পড়তেই শুরু হয় ধাওয়া। এলাকার লোকজন চোরদের গাড়ির পেছনে ধাওয়া করতে করতে আমতলী থানার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকায় পৌঁছে যায়। সেই সময় এলাকায় পেট্রোলিং করছিল চরিলাম বনদপ্তরের কর্মীরা। উত্তেজিত জনতা বনদপ্তরের কর্মীদের কাছে সাহায্য চাইলে বনদপ্তরের কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্তদের গাড়ির পিছু নেন।

কিছুদূর ধাওয়া করার পর বনদপ্তরের কর্মীরা গাড়িটিকে আটক করতে সক্ষম হন। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে গাড়িতে থাকা চারজনের মধ্যে তিনজন পালিয়ে যায়। তবে বনদপ্তরের কর্মীরা একজনকে আটক করেন। পরে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে অভিযুক্তকে রক্ষা করে বনদপ্তরের কর্মীরা তাকে, উদ্ধার হওয়া ছাগল এবং চুরির কাজে ব্যবহৃত মারুতি গাড়িসহ আমতলী থানায় নিয়ে যান এবং পুলিশের হাতে তুলে দেন।

ধৃত অভিযুক্তের নাম পরিতোষ সরকার। তার বাড়ি বামুটিয়া কলকলিয়া এলাকায় বলে জানা গেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং পলাতক বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

এই বিষয়ে চরিলাম বনদপ্তরের এক আধিকারিক জানান, এলাকার মানুষের সহযোগিতায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ায় অভিযুক্তকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। আইন নিজের হাতে তুলে না নিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য তিনি সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানান।

২১ জুন নীট-ইউজি

● প্রথম পাতার পর

অফিসার রাভেল হেমেন্দ্র কুমার জানান, এনটিএ-র নির্দেশিকা অনুযায়ী পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের কার্যকর তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য রাজ্যস্তরে স্টেট লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (এসএলসিসি) এবং জেলাস্তরে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডিএলসিসি) গঠন করা হয়েছে।

তিনি জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় প্রায় ৪,৫০০ জন এবং ধলাই জেলায় প্রায় ২০০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। পরীক্ষার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরায় ৯টি এবং ধলাই জেলায় ১টি সহ মোট ১০টি পরীক্ষাকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে।

রাভেল হেমেন্দ্র কুমার বলেন, পরীক্ষার নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে পুলিশ মোতায়েন, বহুস্তরীয় তল্লাশি, সিসিটিভি নজরদারি, এনটিএ-নিযুক্ত পর্যবেক্ষক ও ফ্লাইং স্কোয়াডের তদারকি, জ্যামার স্থাপন এবং গোপনীয় পরীক্ষাসামগ্রী নিরাপদে পরিবহন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রের জন্য রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে, যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করা যায়। জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, এনআইসি, কেন্দ্র সুপারিনটেনডেন্ট এবং এনটিএ-র কর্মকর্তারা ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার নির্বিঘ্ন পরিচালনা নিশ্চিত করতে কাজ করছেন।

পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ডে উল্লেখিত রিপোর্টিং সময়ের অনেক আগেই কেন্দ্রে পৌঁছানোর এবং এনটিএ-র সমস্ত নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অভিভাবকদেরও প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করার এবং পরীক্ষাকেন্দ্রের আশপাশে ভিড় এড়িয়ে চলার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

রাভেল হেমেন্দ্র কুমার বলেন, নীট (ইউজি) ২০২৬ পরীক্ষার পবিত্রতা, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ত্রিপুরা সরকার সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সে লক্ষ্যেই সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরায় একাধিক

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে। এছাড়াও শিক্ষকদের নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব, বিএলও-র কাজ, জিও-ট্যাগিং এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে নিয়মিত যুক্ত রাখায় পাঠদানে আরও সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকদের দাবি, অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয়ভিত্তিক যুক্তিসংগত শিক্ষক বণ্টন এবং শিক্ষকদের উপর অ-শিক্ষামূলক কাজের চাপ কমানো না হলে উত্তর ত্রিপুরার গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থা আরও গভীর সংকটের মুখে পড়বে।

ঝাড়খণ্ডকে উড়িয়ে গ্রুপ শীর্ষে ত্রিপুরা
অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে সেরা রজত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। দেরাদুনের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দাপুটে পারফরম্যান্স বজায় রেখে ৪২তম সর্বভারতীয় উত্তরাখণ্ড গোল্ড কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিল ত্রিপুরা। দেবভূমি গোল্ড কাপ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন সোসাইটি আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে আজ, শুক্রবার ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) ৪৫ রানের ব্যবধানে শক্তিশালী ঝাড়খণ্ড রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে পরাজিত করেছে। বৃষ্টির কারণে নির্ধারিত সকাল ৯টার পরিবর্তে ম্যাচটি দুপুর ১টায় শুরু হয় এবং ওভার কমিয়ে ২৫ ওভারের করা হয়। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা নির্ধারিত ২৫ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৩৬ রানের বিশাল স্কোর খাড়া করে। দলের পক্ষে ওপেনার শ্রীদাম পাল মাত্র ৩৮ বলে ৭টি ছক্কা ও ২টি চারের সাহায্যে বিধ্বংসী ৭৫ রান করেন। এছাড়া অধিনায়ক রজত দে ৪৭ বলে ৪টি ছক্কা ও ৫টি চারের সাহায্যে ৭১ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন। শেষদিকে অরিন্দম বর্মন ১০ বলে ২৬ রান করেন। ঝাড়খণ্ডের পক্ষে আদিত্য সিং ৩২ রানে ২টি উইকেট নেন।২৩৭ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ত্রিপুরার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে ২১.৩ ওভারে ১৯১ রানেই গুটিয়ে যায় ঝাড়খণ্ডের ইনিংস। ঝাড়খণ্ডের পক্ষে উইকেটরক্ষক পঙ্কজ কুমার ৪৯ বলে ৯৬ রানের এক ঝড়ো ইনিংস খেললেও তা দলকে জেতাতে যথেষ্ট ছিল না। বিকাশ কুমার বিশাল ২১ এবং মণীষ ১৯ রান করেন। ত্রিপুরার বোলারদের মধ্যে ভিকি সাহা ৫ ওভারে ৩২ রান দিয়ে একাই ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে ঝাড়খণ্ডের ব্যাটিং লাইনে ধস নামান। এছাড়া বিক্রম দেবনাথ ও অর্জুন দেবনাথ ২টি করে এবং দীপ্তনু চক্রবর্তী ১টি উইকেট লাভ করেন। ব্যাট হাতে ৭১ রান এবং বল হাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে ত্রিপুরার অধিনায়ক রজত দে ম্যাচের সেরা (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত হন। গতকাল প্রথম ম্যাচে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ৭ উইকেটে হারানোর পর, আজকের এই টানা দ্বিতীয় জয়ের ফলে "সি" গ্রুপের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল ত্রিপুরা।

মেঘালয় টেনিস অ্যাসো-র পক্ষ থেকে ত্রিপুরার সুজিত রায়-কে বিশেষ সংবর্ধনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। অল ইন্ডিয়া টেনিস অ্যাসোসিয়েশন-এর যুগ্ম সচিব তথা ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সচিব সুজিত রায় মেঘালয়ের শিলংয়ে এক বিশেষ সম্মানে ভূষিত হতে চলেছেন। মেঘালয় সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের একটি সরকারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বর্তমানে তিনি শিলং সফরে রয়েছেন। তাঁর এই সফরকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে টেনিস খেলার প্রসার ও উন্নয়নে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মেঘালয় টেনিস অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মেঘালয় টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, কর্মকর্তা ও সদস্যদের পক্ষে এই সম্মাননা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।এই উপলক্ষ্যে আজ, ২৯ মে শুক্রবার রাত সাড়ে আটটায় শিলং ক্লাব টেনিস কোর্টস ক্লাবহাউসে সুজিত রায়ের সম্মানে একটি বিশেষ সংবর্ধনা সভা ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে। মেঘালয় টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সচিব ভিকি ভাদেরি এক আনুষ্ঠানিক চিঠির মাধ্যমে এই খবর জানিয়ে সুজিত বাবুকে আন্তরিক স্বাগত জানিয়েছেন। ত্রিপুরার ক্রীড়া জগতের এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের এমন অনন্য সম্মানে ভূষিত হওয়ার খবরে রাজ্যের ক্রীড়ামহলে আনন্দের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। আজকের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দুই রাজ্যের টেনিস কর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক মেলবন্ধন ও এই অঞ্চলের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন নিয়ে এক অর্থবহ আলোচনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জিরানীয়ায় আগামীকাল রাজ্য টাগ অব ওয়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। আগামী ৩১ মে জিরানীয়ার বীরেন্দ্রনগর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে একদিনের রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র টাগ অব ওয়ার প্রতিযোগিতা। ত্রিপুরা স্টেট টাগ অব ওয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেগা প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার দলগুলি অংশ নেবে। সম্প্রতি অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠক শেষে অ্যাসোসিয়েশনের সচিব রণজিৎ দে সংবাদমাধ্যমকে জানান, ৩১ মে দুপুর ১২টায় এক জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে এবং এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গেছে, এবারের আসরে পুরুষ বিভাগে ৫২০ কেজি এবং মহিলা বিভাগে ৪৮০ কেজি ওজন ক্যাটাগরিতে এই শক্তির লড়াই অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে দুই বিভাগ মিলিয়ে রাজ্যের মোট ৮টি করে জেলা দলের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগ মিলিয়ে ১২টি দল তাদের নাম নথিভুক্ত করেছে বলে আয়োজক কমিটি জানিয়েছে। উল্লেখ্য, গতবার রাজধানী আগরতলায় আয়োজিত এই রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছিল ধলাই জেলা এবং মহিলা বিভাগে বাজিমাত করে খেতাব জিতেছিল জিরানীয়া, ফলে এবারও খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে দলগুলির মধ্যে এক চরম উত্তেজনা ও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন ক্রীড়ামোদিরা।

এক বছরে ১২ কোটি! আইপিএলে ঝড় তুলে দেওয়া বৈভব পাচ্ছে বড় অঙ্কের আর্থিক প্রস্তাব

চলতি আইপিএলে ঝড় তুলে দিয়েছে বৈভব সূর্যবংশী। ১৫ ম্যাচে ৬৮০ রান করে আইপিএলে কমলা টুপির দৌড়ে সকলের আগে রয়েছে সে। এ বার বড় অঙ্কের আর্থিক প্রস্তাব পাওয়ার মুখে ১৫ বছরের ক্রিকেটার। এক বছরে ১২ কোটি টাকা উপার্জন করতে পারে সে।বৈভবের ব্যাট স্পনসর হিসাবে যোগ দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে একটি সংস্থা। তারাই বছরে ১২ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে বৈভবকে। ভারতের প্রথম সারির ক্রিকেটারেরাও এত টাকা পান না ব্যাট স্পনসরের থেকে। সেখানে বৈভবকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তা নজিরবিহীন বলেই মনে করছেন অনেকে। এই মুহূর্তে বৈভব ব্যাট স্পনসরশিপ থেকে বছরে ৫০ লক্ষ টাকা পায়। তা ২৪ গুণ বাড়তে পারে আগামী দিনে। আইপিএলে বৈভবের ফর্ম থেকে অনেক সংস্থাই তাঁর ব্যাট স্পনসর হতে আগ্রহী। এখন বৈভবের সঙ্গে যে সংস্থার চুক্তি রয়েছে তার মেয়াদ শেষের দিকে। দেশের প্রথম সারির টায়ার নির্মাণ সংস্থাগুলি বৈভবকে স্পনসর করতে আগ্রহী বলে শোনা যাচ্ছে। তার জন্য যে কোনও অর্থ খরচ করতে রাজি তারা।এক সূত্র বলেছেন, "ঋষভ পন্থ দেশের হয়ে মাত্র একটি ফরম্যাটেই খেলে। সে যদি বছরে আট কোটি টাকা চাইতে পারে তা হলে বৈভব কেন পাবে না?" একাধিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বেশির ভাগ স্পনসরই পাঁচ কোটি টাকার বেশি উঠতে চান না। কিন্তু বৈভবের জনপ্রিয়তা এবং ফর্ম বাকিদের পিছনে ফেলে দিয়েছে। এখন প্রথম সারির তারকাদের টপকে বৈভবের ব্যাট স্পনসর হওয়ার জন্য ছুটকছে একাধিক সংস্থা। যদিও অনেকে বলছেন, টাকার অঙ্ক বেশ কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। তবে সেই অঙ্ক যে বেশ কয়েক কোটি টাকা হতে পারে তা নিয়ে সন্দেহ নেই কারও। আইপিএলের মহানিলামে ২৭ কোটি টাকা দিয়ে ঋষভ পন্থকে কেনার পরেও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পায়নি লখনউ। দু'বারই প্লে-অফে উঠতে পারেনি তারা। এ বার শেষ করতে হয়েছে সকলের শেষে। আইপিএল শেষ হওয়ার আগেই নেতৃত্ব থেকে ইস্তফা দিলেন ঋষভ পন্থ। শুক্রবার লখনউয়ের ক্রিকেট ডিরেক্টর টম মুডি এ কথা ঘোষণা করেছেন।লখনউ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পন্থ নিজেই অনুরোধ করেছিলেন যাতে তাঁকে নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। দল তাঁর সেই অনুরোধ মেনে নিয়েছে। মুডি বলেছেন, "ঋষভ দলকে একটা অনুরোধ করেছিল। আমরা সম্মানের সঙ্গে তা গ্রহণ করেছি। এ ধরনের সিদ্ধান্ত মোটেই সহজ নয়। অধিনায়ক হিসাবে ঋষভ সাজঘরে যে পরিবেশ তৈরি করেছিল তাতে আমরা কৃতজ্ঞ। আপাতত সেরাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দলকে নতুন ভাবে তৈরি করা এবং পুনর্গঠন করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।"দিল্লিকে সফল ভাবে নেতৃত্ব দিলেও লখনউয়ের ক্ষেত্রে সে কাজে পুরোপুরি ব্যর্থ পন্থ। গত বার ১৪টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৬টি জিতেছিল লখনউ। এ বার জিতেছে মাত্র ৪টিতে। অর্থাৎ অধিনায়ক হিসাবে ২৮টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র ১০টিতে জিতেছেন পন্থ। কোনও বারই তাঁর দল প্লে-অফে ওঠেনি।ব্যাটিংয়েও যে পন্থ ভাল খেলেছেন এমন বলা যাবে না। গত বার ১৪টি ম্যাচে মাত্র ২৬৯ রান করেছিলেন। এ বার ৩১২ রান করেছেন। নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পন্থ এমন কিছু করে দেখাতে পারেননি, যাতে তাঁকে রেখে দেওয়া যেত ব্যর্থতার পরেও। লখনউয়ের মালিক সঞ্জীব গোয়েন্কা প্রচুর অর্থ খরচ করে কিনেছিলেন পন্থকে। কিন্তু প্রত্যাশার দাম দিতে পারেননি দিল্লির ক্রিকেটার।পন্থের এই সিদ্ধান্তে তাঁর জাতীয় দলের কেরিয়ারও প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল। এমনিতেই টেস্ট দল ছাড়া বাকি দুই দলে সুযোগ পাননি। তাঁর খারাপ ফর্ম চলতে থাকলে প্রভাব পড়বে টেস্টের নির্বাচন নিয়েও।

NOTICE INVITING SEALED TENDER FOR AUCTION OF UN-SERVICEABLE QM STORE ARTICLES.

On behalf of the Governor of Tripura, sealed tender is invited for sale/ auction of the under mentioned condemned/un-serviceable Q.M Store items of 9th Battalion TSR (IR-IV) at Hichacherra, South Tripura on "AS IS WHERE IS BASIS"

Sl No.	Store	Unserviceable Items	Place Where Stationed
01	QM Store Items, 9th Bn TSR (IR-IV)	i) Aluminium Aggregate-100 Kgs ii) Iron Aggregates - 1920 Kgs iii) Plastic Aggregates - 945 Kgs iv) Steel Aggregates- 06 Kgs v) Brass Aggregates-01 Kgs	HQrs, 9th Battalion TSR (IR-IV), Hicha Cherra, Jolaibari, South Tripura

The willing tenderers may inspect the condemned/ un-serviceable store items and collect detail information including terms and condition from the Office of the Commandant, 9th Bn TSR(IR-IV) at Hichacherra, South Tripura on free of cost basis from 25.05.2026 to 13.06.2026 during office hours on submission of prayer on plain paper.
3. Intending buyers may please furnish bids in sealed cover to be sent by Registered/ Speed Post or by hand to the undersigned. Sealed tenders are to be accompanied by 20% of total tender value as earnest money in the shape of deposit at call only in favour of the Commandant, 9th Bn TSR(IR-IV), Hichacherra from any Nationalized Bank. Sealed tender should reach this office on or before 15.06.2026 upto 1100 hrs and the tender will be opened on 16.06.2026 at 1300 hrs, if possible. The tenderers or his authorized representative (s) may remain present at the time of opening of tender.
4. The undersigned reserves the right to accept or reject any tender rate including the highest one without assigning any reason thereof.

(Alok Bhattacharjee) Commandant
9th Battalion TSR(IR-IV)

ICA/C-577/26

Government of Tripura
DISTRICT FELICITATION CEREMONY OF ACADEMIC ACHIEVERS
Organised by
Office of the DM & Collector, Sepahijala District
In collaboration with
Sepahijala Zilla Parishad & Office of the DEO Sepahijala

Respected Sir/ Madam,
It gives me immense pleasure to inform you that District Felicitation Ceremony of Academic Achievers is going to the held on 29th May, 2026 at Sonamura Town Hall, at 11.00 AM.
The following dignitaries have given their kind consent to grace the programme -

Chief Guest : Sri Kishor Barman, Hon'ble Minister of Higher Education Deptt., GA (Political Deptt.) Panchayat Deptt. Govt. of Tripura.
Guest of Honour : Dr. Siddharth Shiv Jaiswal, IAS, DM & Collector, Sepahijala District.
Sri Uttam Das, Social Activist.
Special Guest : Sri Raju Deb, TCS Gr-I, SDM, Sonamura.
Sri Subhrajit Das, Social Activist.
President : Smt. Supriya Das Datta, Hon'ble Sabhadhipati, Sepahijala Zilla Parishad.

Your kind presence is highly solicited.

Convenor
District Education Officer
Sepahijala District.

Sepahijala, Tripura

ICA/D-243/26

খেলো ধর্মনগর-এর পুরস্কার বিতরণী আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। আগামীকাল, শনিবার এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অবশেষে তুলে দেওয়া হবে 'খেলো ধর্মনগর ২০২৬'-এর সেরাদের পুরস্কার। যুব সমাজের মেধা ও মাঠের লড়াইকে কুর্নিশ জানাতে ধর্মনগর পুর পরিষদ এবার তাদের পুরস্কার মঞ্চকে বিশেষভাবে সাজিয়ে তুলেছে। টুর্নামেন্টের বিভিন্ন ইভেন্টে সফল ও সেরা ক্রীড়াবিদদের উৎসাহিত করতে মোট পাঁচ লক্ষাধিক টাকার নগদ অর্থ পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গত মার্চ মাসেই এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ধর্মনগরে আকস্মিক উপ-নির্বাচন ঘোষণা হওয়ায় আদর্শ আচরণবিধির কারণে অনুষ্ঠানটি সাময়িকভাবে পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয় পুর কর্তৃপক্ষ।আগামীকাল এই বহুল প্রতীক্ষিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ধর্মনগরে আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক জহর চক্রবর্তী, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রানি দাস সেন, ভাইস চেয়ারপার্সন মঞ্জু নাথ সহ পুর পরিষদের অন্যান্য বিশিষ্ট আধিকারিকরা। সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তারা জানান, ধর্মনগরের ক্রীড়া প্রতিভাদের তুলে ধরতেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুর পরিষদের এই অনন্য আয়োজনকে ঘিরে স্থানীয় ক্রীড়ামোদীদের পাশাপাশি তরুণ অ্যাথলেটদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ফরাসি ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে জোকোভিচ, সহজ জয় শিয়নটেকের

আর অঘটন ঘটল না ফরাসি ওপেনে। ২৪ গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক নোভাক জোকোভিচ ফরাসি ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন। তবে এক সেট খোয়াতে হল তাঁকে। ইগা শিয়নটেক অবশ্য স্ট্রেট সেটে জিতলেন। তবে এ দিনও গরমে লাল সুরকির কোর্টে খেলতে সমস্যা হল খেলোয়াড়দের। মাঝে মাঝে বিরতি নিতে হচ্ছিল তাঁদের।পুরুষদের তৃতীয় বাছাই জোকোভিচের খেলা ছিল নেদারল্যান্ডসের ভ্যালেন্টিন রোয়ারের বিরুদ্ধে। চার সেটের লড়াইয়ে (৬-৩, ৬-২, ৬-৭, ৬-৩) জিতলেন নোভাক। প্রথম দুই সেট জিততে বিশেষ সমস্যা হয়নি জোকোভিচের। অবাছাই রোয়ার যে তাঁর সামনে খুব বেশি প্রতিরোধ গড়তে পারবেন না তা বোঝা যাচ্ছিল।কিন্তু তৃতীয় সেটে ফিরলেন রোয়ার। খেলা গড়াল টাইব্রেকারে। সেখানে হারলেন জোকোভিচ। প্রথম রাউন্ডেও এক সেট খুইয়েছিলেন জোকোভিচ। ফলে দুই রাউন্ডেই স্ট্রেট সেটে জিততে পারলেন না তিনি। তবে চতুর্থ সেটে আবার দেখা গেল পুরনো জোকোভিচকে। গোটা ম্যাচে ছ'বার রোয়ারের সার্ভিস ভাঙেন জোকোভিচ। তবে তাঁর সার্ভিসও দু'বার ভাঙেন রোয়ার। পরের রাউন্ডের আগে নিজের সার্ভিস নিয়ে আরও একটু সতর্ক হতে হবে তাঁকে।মহিলাদের তৃতীয় বাছাই শিয়নটেককে অবশ্য বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি। চেকিয়ার সারা বেজলেককে স্ট্রেট সেটে (৬-২, ৬-৩) হারান তিনি। গোটা ম্যাচে প্রতিপক্ষের সার্ভিস সাত বার ভাঙেন শিয়নটেক। তবে তাঁর সার্ভিসও চার বার ভাঙেন প্রতিপক্ষ।

'নেইমারের বিশ্বজয়ের এটাই সেরা সুযোগ', বিশ্বকাপে নামার আগে মন্তব্য ভিনিসিয়াসের

কাতার বিশ্বকাপের আগে থেকে আর্জেন্টিনা শিবিরের একটা বিষয় স্পষ্ট বোঝা যেত। যার কেন্দ্রে ছিলেন লিওনেল মেসি। দলের কিংবদন্তি সদস্যের প্রতি শিবিরের অন্য সকলের ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আবেগ। সবাই যেন তৈরি ছিলেন মেসির জন্য প্রাণ দেওয়ার জন্য।

আসন্ন বিশ্বকাপে ব্রাজিল শিবিরে কি সেই ছবি দেখা যাবে নেইমারকে কেন্দ্র করে? সাম্প্রতিক সময়ে দেশের এক নম্বর মহাতারকার জন্যও কি জীবন-মৃত্যুর বাজি খেলতে তৈরি থাকবেন দলের বাকিরা? অন্তত ভিনিসিয়াস জুনিয়র সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে যা বলেছেন, তাতে আশ্বস্ত হতেই পারেন নেইমার-অনুরাগীরা। আসলে ব্রাজিলের হয়ে নেইমার শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপে নামবেন কি না, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। কারণ শেষ কয়েক বছর ধরেই ক্রমাগত চোটে ভুগছেন সাম্বা তারকা। বিশ্বকাপ দলে ডাক পাওয়ার পর ফের চোট পেয়েছেন নেইমার। এই পরিস্থিতিতে ভিনিসিয়াসের বার্তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

এক সাক্ষাৎকারে তরুণ ফরোয়ার্ড বলেছেন, "নেইমার আমাদের আদর্শ। শুরু থেকেই আমি ওর ভক্ত। সবসময় ও আমাকে সাহায্য করেছে। ওর ফুটবলজীবনের সূচনা থেকেই আমি ওকে অনুসরণ করছি। ওর সাফল্যে আমি খুশিই হই। এত চোট, এত যন্ত্রণার পরও জাতীয় দলে ও ফিরে এসেছে। আর এই দুর্দান্ত দলের সঙ্গে বিশ্বজয়ী হওয়ার একটা শেষ সুযোগ ও পাচ্ছে।"

ব্রাজিল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি শেষ পর্যন্ত কাপ-স্কোয়াডে ডেকেছেন নেইমারকে। তবে তাঁর আমলে দীর্ঘদিন জাতীয় দলে ব্রাত্য ছিলেন এই মহাতারকা। সেসময় নেইমারের মনের অবস্থা কেমন ছিল, তাও ফাঁস করেছেন ভিনিসিয়াস। "বিভিন্ন ম্যাচের জন্য জাতীয় দল ঘোষণার পর নেইমারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। প্রত্যেকবার। আর ও একটা কথাই বলত, 'আন্সেলোত্তি এবারও আমাকে ডাকল না! খুব খারাপ লাগছে।' কিন্তু আমি ওকে সান্ত্বনা দিতাম", বলছিলেন ব্রাজিলের নতুন তারা, "বলতাম যে, কোচ নিশ্চিতভাবেই তোমাকে ভরসা করে। ঠিক সময়ে তুমি সুযোগ পাবে। কোচ অবশ্যই তোমাকে ডাকবে দলে।"৩৪ বছরের নেইমারের পাশাপাশি এবার বিশ্বকাপ দলে ডাক পেয়েছেন এনড্রিকও। ১৯ বছরে প্রথম বিশ্বকাপ খেলতে চলা ফরোয়ার্ডের উত্তেজনার কথাও প্রকাশ করেছেন ভিনিসিয়াস। তাঁর কথায়, "বিশ্বকাপ নিয়ে খুব চিন্তায় ছিল। বারবার জিজ্ঞাসা করত, দলে জায়গা পাবে কি না? আমি প্রতিবার বলতাম যে, 'একটু ধৈর্য ধরো। তুমি আমাদের সঙ্গী হবে বিশ্বকাপে।' এনড্রিক খুবই তরুণ এবং মাত্র ১৯ বছর বয়সে নিজের প্রথম বিশ্বকাপ খেলতে নামার সুযোগ তো আর সবাই পায় না।"

মেসিকে রেখেই বিশ্বকাপের দল ঘোষণা আর্জেন্টিনার, রোনাল্ডোর নজির ছুঁয়ে ফেললেন লিয়ো, চমকের পথে হাঁটলেন না স্কালোনি

আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করল আর্জেন্টিনা। গত বারের চ্যাম্পিয়নেরা দল ঘোষণা করতেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করলেন লিয়োনেল মেসি। এলএম টেনের নেতৃত্বেই ট্রফি ধরে রাখার লড়াই করবে লাতিন আমেরিকার দেশটি।ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলতে নেমে হ্যামস্ট্রিংয়ে টান অনুভব করায় মাঠ ছেড়ে ছিলেন মেসি। গত ২৪ মে ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ১৮ মিনিট মাঠে ছিলেন তিনি। সেই ঘটনার পর মেসির বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছিল জল্পনা। শেষ পর্যন্ত তাঁকে রেখেই ২৬ জনের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিয়োনেল স্কালোনি। মেসির চোট গুরুতর নয়। বিশ্বকাপের আগেই সম্পূর্ণ ফিট হয়ে যাবেন তিনি। দল নির্বাচনে বিশেষ পরীক্ষার পথে হাঁটেননি তিনি। সম্ভাব্য সকলকে দলে রেখেছেন বিশ্বজয়ী কোচ।কাতারে যে দল আর্জেন্টিনাকে তৃতীয় বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করেছিল, সেই দলের অধিকাংশ ফুটবলারই রয়েছেন এ বারের দলে। স্কালোনির দলে জায়গা হয়নি মার্কোস আকুনার। ফর্মে না থাকায় রিভার প্লেটেও নিয়মিত সুযোগ পাচ্ছিলেন না তিনি। তাই তাঁর বাদ পড়ায় তেমন বিস্ময় নেই। সব পজিশনেই বিকল্প ফুটবলার রেখে দল নির্বাচন করেছেন স্কালোনি। যাতে কার্ড বা চোটের জন্য সমস্যায় পড়তে না হয়। দলে রাখা হয়েছে অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার জিয়োভানি লো সেলসোকে। চোটের জন্য কাতার বিশ্বকাপে খেলতে পারেননি তিনি।মেসি এই নিয়ে টানা ছ'টি বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রতিনিধিত্ব করবেন। রোনাল্ডোও টানা ছ'টি বিশ্বকাপ খেলবেন। পর্তুগাল দল ঘোষণা করায় রোনাল্ডো বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন।এদিকে বিশ্বকাপ দলে জায়গা না পাওয়া খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগতভাবে ফোন না করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন কোচ পচেত্তিনো। তিনি জানান, বাদ পড়া ২০ জনের বেশি খেলোয়াড়কে তিনি ব্যক্তিগত কল না দিয়ে ই—মেইলের মাধ্যমে সিদ্ধান্তটি জানিয়েছেন। পচেত্তিনো আরও বলেন, এ ধরনের সিদ্ধান্তের পর তিনি নিজেও কোনো কোচের কাছ থেকে ফোন পেতে চান না। এর আগে খেলোয়াড়দের সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগের ধরনের কারণে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন পচেত্তিনো। তবে খেলোয়াড়দের সঙ্গে পচেত্তিনোর আচরণের নীতি আগের মতোই অপরিবর্তিত আছে, যা তিনি ২০২৪ সালের আগস্টে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই অনুসরণ করছেন।

পচেত্তিনোর ভাষ্য, 'প্রথম দিন থেকেই খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিষ্কার যোগাযোগ গড়ে তোলাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেই যোগাযোগ যদি স্বচ্ছভাবে তৈরি করা যায়, তাহলে আমরা যে পদ্ধতিতে কথা বলি, তা পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যেকোনো দলে জায়গা পাওয়া।'

এ সময় বড় টুর্নামেন্টের দল থেকে নিজের বাদ পড়ার অভিজ্ঞতার কথাও জানান তিনি। খেলোয়াড় হিসেবে পচেত্তিনো ১৯৯৪ ও ১৯৯৮ সালের আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাননি। তিনি বলেন, 'আমি একজন খেলোয়াড় ছিলাম। যখন আমি দলে সুযোগ পাইনি, তখন কোচের ফোনও চাইতাম না। আমি যদি জিজ্ঞেস করি "কেন আমি দলে নেই?", তাহলে তারা কী বলবে? তারা তো মিথ্যা বলবেআর যদি আমি ফোন করি, সেটা শুধু নিজের জন্য।' ক্লেমেন্ট আরও যোগ করেন, 'আর এখন এটা এমন অবস্থায় এসেছে, যেখানে কেউ যদি ভাগ্যগুণে বারবার ঠিক হয়ে যায়, মানুষ তাকে একজন "গুরু" ভাবতে শুরু করে।' নিজের প্রথম পূর্বাভাস ২০১৪ বিশ্বকাপে জার্মানির জয় দিয়ে সত্যি হলেও তিনি ভেবেছিলেন, ২০১৮ সালে আবার হিসাব করলে সেটি হয়তো ভুল প্রমাণিত হবে এবং আগেরটা কেবলই একটি আকস্মিক ঘটনা হিসেবে ধরা পড়বে।

কিন্তু বাস্তবে তাঁর পূর্বাভাস ২০১৮ সালে ফ্রান্স এবং ২০২২ সালে আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রেও সঠিক হয়। তিনি বলেন, 'আমি পরপর তিনবার ঠিক হওয়ার কারণে এখন মানুষ মনে করে এই মডেলকে হারানো সম্ভব নয়, আর পরেরবারও আমাকে অবশ্যই ঠিক হতে হবে।' রেকর্ড টানা ছ'টি বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পেয়ে। আর্জেন্টিনা দল ঘোষণা করার পর সিআর সেভেনের নজির ছুঁয়ে ফেললেন মেসি।আর্জেন্টিনা দল: গোলরক্ষক: এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, জেরোনিমো রুলি, হুয়ান মুসো। ডিফেন্ডার: লিয়োনার্দো বলের্দি, গঞ্জালো মন্টিয়েল, নিকোলাস তালিয়াফিকো, লিসান্দ্রো মার্টিনেজ, ক্রিশ্চিয়ানো রোমেরো, নিকোলাস ওটামেন্দি, ফ্যাকুন্ডো মেদিনা, নাহুয়েল মোলিনা। মিডফিল্ডার: লিয়েন্দ্রো পারাদেস, রদ্রিগো ডি'পল, ভ্যালেন্টিন বারকো, জিওভানি লো সেলসো, এক্সকুয়েল প্যালাসিওস, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, এনজো ফার্নান্দেজ। ফরোয়ার্ড: জুলিয়ান আলভারেজ, লিয়োনেল মেসি, নিকোলাস গঞ্জালেজ, থিয়াগো আলমাদা, গিলিয়ানো সিমিয়োনে, নিকোলাস পাজ, হোসে ম্যানুয়েল লোপেজ, লাউতারো মার্টিনেজ।

আইপিএলে রেকর্ড আর্চারের, হায়দরাবাদ ম্যাচে একসঙ্গে পাঁচ ক্রিকেটারকে টপকে নজির

আইপিএলে নজির গড়লেন জফ্রা আর্চার। বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে নজির গড়েছেন ইংল্যান্ডের জোরে বোলার। গত ২৭ মে রাজস্থান রয়্যালস-সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এলিমিনেটর ম্যাচে নজির গড়েছেন আর্চার।নিউ চণ্ডীগড়ের মাঠে হায়দাবাদের বিরুদ্ধে রাজস্থানের জয়ে অন্যতম নায়ক ছিলেন আর্চার। এই ম্যাচেই ইতিহাস তৈরি করেছেন আর্চার। আইপিএলের প্লে-অফ পর্বের একটি ম্যাচে প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে ৩টি উইকেট এবং ৩টি ক্যাচ নিয়েছেন তিনি। এর আগে পাঁচ জন ক্রিকেটার আইপিএলের একটি ম্যাচে ৩টি উইকেট এবং ২টি ক্যাচ নিয়েছেন। তাঁদের টপকে শীর্ষে উঠে এসেছেন আর্চার।আগের পাঁচ জন হলেন হরভজন সিংহ, ডোয়েন ব্র্যাভো, রশিদ খান, মোহিত শর্মা এবং উমেশ যাদব। হরভজন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে ২০১৩ সালে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে রাজস্থানের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে ৩টি উইকেট এবং ২টি ক্যাচ নেন। একই বছরে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম কোয়ালিফায়ারে এই কীর্তি গড়েছিলেন ব্র্যাভো। ২০১৮ সালের আইপিএলের দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ৩টি উইকেট এবং ২টি ক্যাচ নেন গুজরাত টাইটান্সের রশিদ। ২০২৩ সালের ফাইনালে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে একই কীর্তি গড়েন গুজরাতের মোহিত। ২০১৪ সালের প্রথম কোয়ালিফায়ারে কেকেআরের হয়ে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ৩টি উইকেট এবং ২টি ক্যাচ নেন উমেশ। ২৭ জুনের ম্যাচে এই পাঁচ ক্রিকেটারকে একসঙ্গে টপকে নতুন নজির গড়েছেন আর্চার।সব মিলিয়ে আইপিএলে তৃতীয় ক্রিকেটার হিসাবে একই ম্যাচে অন্তত ৩টি উইকেট এবং ৩টি ক্যাচ নিয়েছেন আর্চার। তবে এ ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার জোরে বোলার কাগিসো রাবাডা। তিনি ২০১৯ সালে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৪টি উইকেট এবং ৩টি ক্যাচ নেন। ২০১৩ সালে ব্র্যাভো চেন্নাইয়ের হয়ে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ৩টি উইকেট এবং ৩টি ক্যাচ নিয়েছিলেন।চলতি মরসুমে ভাল ফর্মে রয়েছেন আর্চার। রাজস্থানের বোলার বেগনি টুপির দৌড়েও রয়েছেন। এখনও পর্যন্ত ১৫টি ম্যাচ খেলে ২৪টি উইকেট নিয়েছেন। তাঁর আগে রয়েছেন রাবাডা এবং ভুবনেশ্বর কুমার। তাঁরা ১৫টি ম্যাচে ২৬টি করে উইকেট নিয়েছেন।

হাঁপানিয়া ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে দুই দিনের শিশুর জটিল অস্ত্রোপচারে সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে : হাঁপানিয়া অবস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে সদ্যোজাত এক শিশুর জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করে নজির গড়লেন চিকিৎসকরা। বর্তমানে শিশুটি সুস্থ রয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে মায়ের দুধ পান করছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

জানা যায়, মেলাঘর পশ্চিম নলছড়া এলাকার বাসিন্দা দীপঙ্কর রায়ের সদ্যোজাত পুত্রসন্তানের জন্মগত জটিল শারীরিক সমস্যা ধরা পড়ে। চিকিৎসকদের ভাষায় শিশুটি "জন্মগত ডায়াফ্রাম হার্নিয়া" রোগে আক্রান্ত ছিল। এই রোগের কারণে শিশুটির পেটের নাড়িভুঁড়ির একটি বড় অংশ বুকের বাঁদিকের ফুসফুসের উপরে উঠে গিয়েছিল, যা শিশুটির জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করে। চিকিৎসকরা জানান, শিশুটি মায়ের গর্ভে থাকাকালীনই এই জটিল সমস্যা ধরা পড়ে। এরপর পরিবারের সদস্যরা ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনুরুদ্ধ বসাকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি দ্রুত শিশুটির প্রসব করানোর পরামর্শ দেন।

গত ১৯ মে জিবি হাসপাতালে শিশুটির জন্ম হয়। জন্মের পরই তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরদিন প্রয়োজনীয় সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করার পর ডাঃ অনুরুদ্ধ বসাক প্রায় দু'ঘণ্টাব্যাপী জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করেন। বর্তমানে শিশুটি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছে এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। চিকিৎসক জানিয়েছেন, আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যেই শিশুটিকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হতে পারে।

১ জুন বিকেলে উমাকান্ত মাঠে দুর্যোগ মোকাবিলা মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে: সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আগামী ১ জুন বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে উমাকান্ত স্কুল মাঠে সিভিল ডিফেন্স এয়ার রেড/ ব্লেকআউট শীর্ষক দুর্যোগ মোকাবিলার মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, সিভিল ডিফেন্স, সিআরপিএফ, ফায়ার সার্ভিস, টিএসআর, ত্রিপুরা পুলিশ, স্বাস্থ্য দপ্তর, আগরতলা পুরনিগম, পূর্ত দপ্তর, আসাম রাইফেল, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ক্রীড়া দপ্তর, আপদা মিত্র সহ বিভিন্ন সংস্থা আপদকালীন পরিস্থিতিতে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যের এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধি করতে গন্ডাছড়ায় সিভিল ডিফেন্সের বর্ণাঢ্য র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৯ মে : রাজ্যের অন্যান্য মহকুমার মতো ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমাতেও সাম্প্রতিক সময়ে ঝড়, বৃষ্টি, তুফান থেকে শুরু করে মাঝেমধ্যে ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হচ্ছে। এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে শুক্রবার গন্ডাছড়ায় এক বর্ণাঢ্য সচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করে মহকুমা শাসক কার্যালয়ের সিভিল ডিফেন্স টিম।

এদিন বেলা প্রায় ১২টা নাগাদ গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক অফিস চত্বর থেকে সুসজ্জিত র‍্যালিটি শুরু হয়। পরে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে র‍্যালিটি হাসপাতাল চৌমুহনি সংলগ্ন রেভিনিউ

ডাকবাংলো ময়দানে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালির মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সাধারণ মানুষের করণীয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা তুলে ধরা হয়।

র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগের সেকশন অফিসার, সিভিল ডিফেন্স টিমের পরিচালক পবিত্র জমাতিয়া, ডিসিএম রূপম দেবনাথ এবং গন্ডাছড়ার মহকুমা শাসক অভিজিৎ সিং যাদব।

ডাকবাংলো মাঠে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহকুমা শাসক অভিজিৎ সিং যাদব সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় তাঁদের সক্রিয় ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, দুর্যোগের সময় সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা সাধারণ মানুষের পাশে থেকে যেভাবে দায়িত্ব পালন করছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

পাশাপাশি তিনি সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের আরও বেশি উদ্যম নিয়ে বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এবং সমাজ ও দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের।

পানিসাগরে রেলপথে গাঁজা পাচারের চেষ্টা ভেস্তে দিল পুলিশ, ১৯ কেজি গাঁজাসহ ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ২৯ মে : রেলযোগে গাঁজা পাচারের চেষ্টা ভেস্তে দিল পানিসাগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৯ কেজি শুকনো গাঁজাসহ এক নেশা কারবারিকে আটক করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তির নাম স্বপন নাথ বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ জানায়, আগরতলা থেকে আগত একটি ট্রেন থেকে পানিসাগর রেলস্টেশনে নামার পর সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর বহন করা ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। স্থানীয় লোকজনের সামনেই ব্যাগ খুলে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যটি উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাস্থলে পানিসাগরের ডেপুটি কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। উদ্ধার হওয়া গাঁজা পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত স্বপন নাথ সিধাই মোহনপুর এলাকায় তাঁর এক বোনের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই তিনি গাঁজা সংগ্রহ করে রেলপথে পানিসাগরে নিয়ে আসেন বলে অনুমান। তদন্তকারী আধিকারিকদের ধারণা, পরবর্তীতে ওই গাঁজা অন্যত্র পাচারের পরিকল্পনা ছিল। পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৯ লক্ষ টাকা। ঘটনায় এনডিপিএস আইনে একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। এই পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রামনগর মন্ডলে 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহাভিযান-২০২৬'-এর সমাপ্তি, উপস্থিত মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

আগরতলা, ২৯ মে : ৭-রামনগর মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহাভিযান-২০২৬'-এর মণ্ডল প্রশিক্ষণ বর্গের দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিন অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এদিন প্রশিক্ষণ শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহাভিযান' মূলত ভারতীয় জনতা পার্টি-র একটি সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। দলীয় কর্মীদের আদর্শগত ভিত্তি আরও মজবুত করা এবং তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই রাজ্যজুড়ে প্রতিটি মন্ডলে দুই দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সাধারণ মানুষের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরার বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত দলীয় কর্মী ও প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে সংগঠনকে আরও সক্রিয় ও জনমুখী করে তোলার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

নদীতে উপড়ে পড়া বাঁশঝাড়ে দুর্ভোগ, প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি ফকিড়ামুড়ার কৃষকদের

চড়িলাম, ২৯ মে : উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিড়ামুড়া এলাকার কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা বিশালগড় মহকুমা শাসক এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট দপ্তরের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের আবেদন জানান। কৃষকদের অভিযোগ, গত এপ্রিল মাসে হওয়া ভয়াবহ ঝড়-বৃষ্টি ও তুফানের ফলে নদীর পাড়ে থাকা একটি বিশাল বাঁশঝাড় গোড়া-সহ উপড়ে নদীর মধ্যে পড়ে যায়। এরপর থেকেই নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহ ব্যাহত হয়ে জল কৃষিজমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এর ফলে বিস্তীর্ণ কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং চাষাবাদে মারাত্মক সমস্যা দেখা দিয়েছে। এলাকার কৃষকদের দাবি, নদীতে পড়ে থাকা বাঁশঝাড় দ্রুত কেটে সরিয়ে ফেলা হোক, যাতে নদীর জল স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে পারে এবং কৃষিজমি আরও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানান তারা।

বিকশিত ভারত গড়ে তোলা স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে নব প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে: উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে: বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিকশিত ভারত গড়ে তোলা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে আজকের নব প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। আজ সোনামুড়া টাউনহলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ একথা বলেন। অনুষ্ঠানে এবছরের সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন মহকুমা থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। সবাইকে সুশিক্ষিত হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবে একথা মনে রাখতে হবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে দেশের জন্য, সমাজের জন্য, পরিবারের জন্য এবং সবার শেষে নিজের জন্য। আজ সারা দেশে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র আওতায় এগিয়ে চলেছে। এর মধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা তাদের রুচি, ট্যালেন্ট অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষার মূল স্রোতের সাথে যুক্ত করাই হচ্ছে এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত এবং সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলার শিক্ষা আধিকারিক কণিকা দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত বিশালগড়, সোনামুড়া এবং জম্পুইজলা মহকুমা এলাকার ৮৮টি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের এবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ মোট ৮২১ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

বিধায়ক প্রমোদ রিয়াংয়ের খাস তালুকে তিপ্রা মথার বড়সড় ভাঙন, ৩৫ পরিবারের যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ মে : ৩৬ শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের কাঁঠালিয়া ছড়া ভিলেজ পঞ্চায়েত এলাকায় বড়সড় রাজনৈতিক ভাঙন ধরাল তিপ্রা মথা। বিধায়ক প্রমোদ রিয়াংয়ের নিজস্ব এলাকা বলে পরিচিত ওই অঞ্চলে সিপিআইএম ও বিজেপি ছেড়ে ৩৫ পরিবারের মোট ১৫৪ জন ভোটার তিপ্রা মথা দলে যোগদান করেন।

শুক্রবার মনি দেবনাথের বাড়িতে আয়োজিত এক উঠান সভার মধ্য দিয়ে এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। তিপ্রা মথার দক্ষিণ জোনাল চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াংয়ের হাত ধরে নবাগতরা দলে সামিল হন।

এদিন নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে স্বাগত জানান এমডিসি কেনারাম রিয়াং, সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য সেলিম মিয়া, তিপ্রা মথার সিনিয়র নেতা অজয় সাহা, চিত্ত দেববর্মা, প্রাক্তন ব্লক সভাপতি প্রতাপ রিয়াং, যুব নেতা রঞ্জু মজুমদার-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। স্থানীয় সূত্রের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে বিধায়ক ও স্থানীয় কিছু নেতৃত্বের দূরত্ব তৈরি হওয়াতেই এই দলবদলের ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ, এডিসি নির্বাচনের পর থেকে এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে না। এমনকি নিজের এলাকার কর্মী-সমর্থকদেরও ধরে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং।

রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধায়কের খাস তালুকেই একসঙ্গে এত সংখ্যক পরিবারের দলত্যাগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এতে ৩৬ শান্তিরবাজার কেন্দ্রে শাসকদল যথেষ্ট চাপে পড়বে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে হরেন্দ্র রিয়াং বলেন, "বিধায়কের নিজের এলাকার মানুষই আজ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। সাধারণ মানুষ তিপ্রা মথার পতাকাতলে এসে বুবাগ্রার হাত আরও শক্ত করছেন।"

এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে উঠেছে। পাশাপাশি নিজের এলাকাতেই জনবিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনায় বিধায়ক প্রমোদ রিয়াংয়ের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

খোয়াই জেলা হাসপাতালে নতুন এফ-আই-এআরটি সেন্টারের উদ্বোধন এইচআইভি প্রতিরোধে জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৯ মে : খোয়াই জেলায় এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করতে ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল প্রোগ্রামের অধীনে নতুন ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি (এফ-আই-এআরটি) সেন্টারের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হলো।

শুক্রবার খোয়াই জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগের দ্বিতীয় তলায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় দত্ত নতুন কেন্দ্রটির শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক, চিকিৎসক এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শেষে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ পদ্মরাম জমাতিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় কর্মরত ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল প্রোগ্রামের অধীন এনজিও প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিষেবা সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এদিন একইসঙ্গে ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রদত্ত একটি ভ্রাম্যমাণ বাইকেরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। জানানো হয়, এই বাইক জেলার দুর্গম গ্রাম ও পাহাড়ি অঞ্চলে গিয়ে এইচআইভি ও এইডস সংক্রান্ত রক্ত পরীক্ষা, সচেতনতা প্রচার এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পিনারাই বিজয়নের বাসভবনে ইডি হানার প্রতিবাদে সোনামুড়ায় সিপিএমের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৯ মে : সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য তথা কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের বাসভবনে ইডি হানার ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার সোনামুড়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভার আয়োজন করল সিপিএম। সমগ্র দেশ ও রাজ্যের পাশাপাশি সোনামুড়াতেও এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন সিপিএমের সোনামুড়া পার্টি অফিসের সামনে থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি সোনামুড়া বাজার এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পরবর্তীতে রবীন্দ্র চৌমুহনী সংলগ্ন স্থানে এক পথসভায় মিলিত হয়।

পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিএম সোনামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক তথা বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী ইডির এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি দাবি করেন, দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ থাকলেও সিপিএমের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সেই কারণেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সিপিএম নেতৃত্বকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

শ্যামল চক্রবর্তী আরও বলেন, "সিপিএমের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, সেই দাবি জানাচ্ছি।"

এদিন তিনি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা রোজভ্যালি মামলার প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, তদন্তকারী সংস্থা যখন বুঝতে পেরেছিল যে ওই ঘটনায় শাসকদলের নেতারাই বেশি জড়িত, তখনই তদন্ত কার্যত থেমে যায়।

সবশেষে, শাসকদলের নির্দেশে ইডি এই ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে সিপিএমের পক্ষ থেকে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। দলের দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বিরুদ্ধেই এই প্রতিবাদ মিছিল ও সভার আয়োজন করা হয়েছে।

ঝড়েই ভেঙে পড়েছে কুঁড়ে ঘর, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরের আবেদন সিমনার বিশ্বরাজ দেববর্মার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে : সিমনা বিধানসভার হেজামারা ব্লকের অন্তর্গত রুস্তীতুইসা এডিসি ভিলেজের দুগ্রাই এলাকার বাসিন্দা বিশ্বরাজ দেববর্মা বর্তমানে চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। অন্ত্যোদয় রেশন কার্ডধারী এই পরিবারের পাঁচ সদস্য এখনও একটি ভঙ্গুর কুঁড়ে ঘরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছেন। জানা গেছে, বিশ্বরাজ দেববর্মার পরিবারে স্ত্রী, ছেলে-মেয়েসহ মোট পাঁচজন সদস্য রয়েছেন। আর্থিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই একটি জরাজীর্ণ কুঁড়ে ঘরেই বসবাস করছিলেন তাঁরা। কিন্তু সাম্প্রতিক ঝড় ও তুফানে সেই ঘরও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অভিযোগ, সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে এখনও পর্যন্ত বঞ্চিত রয়েছেন এই পরিবার। ঘর ভেঙে পড়ার উপক্রম হলেও বাধ্য হয়েই ওই ভঙ্গুর ঘরেই বসবাস করছেন পরিবারের সদস্যরা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বরাজ দেববর্মা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে একটি পাকা ঘরের আবেদন জানান। তিনি বলেন, পরিবারের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে দ্রুত সরকারি সহায়তা প্রয়োজন। স্থানীয় মহলেও বিষয়টি নিয়ে সহানুভূতির সুর শোনা যাচ্ছে।

পশ্চিম ত্রিপুরায় এমজিএনরেগায় ২৮ লক্ষের বেশি কর্মসংস্থান

আগরতলা, ২৯ মে : এমজিএনরেগা প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় মোট ২৮.৬৩ লক্ষ মানবদিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। জেলার নয়টি ব্লক এলাকায় ৩৭.৬৬ লক্ষ মানবদিবসের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এই কর্মসংস্থান তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এমজিএনরেগা দপ্তর। দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, সৃষ্ট কর্মদিবসকে কাজে লাগিয়ে জেলার বিভিন্ন এলাকায় মোট ২৩৮টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৩০টি বক্স কালভার্ট, ৬৩টি ইট সোলিং রাস্তা, ১০৩টি সিসি রোড, একটি বাঁধ, সাতটি কম্পাউন্ড ওয়াল, একটি শ্মশানঘাট, তিনটি সিএসসি, নয়টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সংস্কার, দুটি গ্রামীণ বাজার,

শিক্ষা দপ্তরে ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতির ডেপুটেশন, ৫ দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে : রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষক সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দাবিতে শুক্রবার স্কুল শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম অধিকর্তা অসীম সাহার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতি (এইচ বি রোড)। অধিকর্তার অনুপস্থিতিতে সমিতির প্রতিনিধিরা যুগ্ম অধিকর্তার হাতে ৫ দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি তুলে দেন এবং বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্তমানে রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে তীব্র শিক্ষক সংকট দেখা দিয়েছে, যার ফলে পঠন-পাঠন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে অবিলম্বে পর্যাপ্ত সংখ্যক নতুন শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানানো হয়েছে। ডেপুটেশনে আরও দাবি করা হয়, ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী টিআরবিটি-র মাধ্যমে নিযুক্ত শিক্ষক-সহ স্থির বেতনে কর্মরত সকল শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরির প্রথম দিন থেকে বকেয়াসহ নিয়মিত বেতনক্রম প্রদান করতে হবে। এই সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে যে বিশেষ অনুমতি আবেদন (এসএলপি) দায়ের করেছে, তা প্রত্যাহারেরও দাবি জানানো হয়।

সমিতির পক্ষ থেকে সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে কর্মরত শিক্ষকদেরও নিয়মিত বেতনক্রমের আওতায় আনার দাবি তোলা হয়। পাশাপাশি এ সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য সরকারের দায়ের করা এসএলপি দ্রুত প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও এসপিকিউইএম প্রকল্পের আওতায় কর্মরত মাদ্রাসা শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের বকেয়া বেতন দ্রুত মিটিয়ে দেওয়া এবং প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত বেতন প্রদানের দাবিও জানানো হয়। ডেপুটেশনে করবুক ইংরেজি মাধ্যম মডেল উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্টাফরুমে এক শিক্ষকের উপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। একইসঙ্গে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বানও জানায় শিক্ষক সমিতি।

সমিতির অভিযোগ, এর আগেও বিষয়টি শিক্ষা দপ্তরের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

এদিন দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম অধিকর্তা অসীম সাহা সমিতির প্রতিনিধিদের বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে শোনেন এবং বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক আশিস চৌধুরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক তথা টিইসিসি (এইচ বি রোড) চেয়ারম্যান রনজিৎ রুদ্রপাল, প্রচার সম্পাদিকা বিউটি মজুমদার রহমান, সংগঠন সম্পাদক অর্জুন দেব ও বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী।

সাব্রুমে মৈত্রী সেতু, স্থলবন্দর ও আইসিপি পরিদর্শনে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজি মহারাজ

আগরতলা, ২৯ মে : ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সৌহার্দ্য এবং পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে নির্মিত আন্তর্জাতিক ফেনী নদীর উপর মৈত্রী সেতু, সাব্রুম স্থলবন্দর এবং সমন্বিত চেকপোস্ট (আইসিপি) পরিদর্শন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন ঢাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজি মহারাজ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas